ফাতওয়ায়ে আলমগীরীর একি আজব ফাতওয়া

প্রফেসর এ. এইচ. এম শামসুর রহমান

সালাফী পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

ফাতওয়ায়ে আলমগীরের একি আজব ফাতওয়া

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
সরকারি বি. এল. কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল- কলারোয়া সরকারি কলেজ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সালাফী পাবলিকেশন্স

৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট,
দোকান নং- ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬৩৪

ফাতওয়ায়ে আলমগীরের একি আজব ফাতওয়া

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

সহযোগীতায় : আবূল কাশেম মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান জিলানী

প্রকাশনায় :

সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট,
দোকান নং- ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

প্রকাশকাল :

তৃতীয় প্রকাশ : জিলহাজ্জ ১৪৩৪ হিযরী
: আশ্বিন ১৪২০ বাংলা
: অক্টোবার ২০১৩ ঈসায়ী

অক্ষর সংযোজন :

সালাফী কম্পিউটার্স
মোবাইল : ০১৯১৫-৬২৬৭১৮, ০১৬৭৫-০৪৫৮৬২
E-mail: noorislamshiplu@yahoo.com

মুদ্রণ :

এম. আর. প্রেস
পাতলা খান লেন, ঢাকা।

মূল্য : ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র ॥

Fatoaye Alomgerir Ake Azob Fatoa.
Published by Salafi Publication, Dhaka, Bangladesh.
3rd Publist: October 2013. Price Tk- 30.00, US $: 2.

বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রহীম

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহূ ওয়ানুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা'বাদ ॥

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে কথা বা নির্দেশ বা আদেশ বা বিধান দেননি এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হাদীস বা শরঈ কানুন দেননি তা কখনও গুনাহ মাফ বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা যাবে না। আর যদি কেউ মতলব হাসিল করার জন্য মহানাবী ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে শারী'আত বা ইসলাম বলে চালায় তা যতদিন বা যতজনে করুক না কেন তার ভয়াবহ পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত হুশিয়ারী শুনুন–

"নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা অন্য কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করা সমতুল্য নয় আর যে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করল তার উচিত জাহান্নামে তার ঠিকানা স্থির করে নেয়া।" (বুখারী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ১০৭-১১০)

জাল হাদীসের উদ্ভাবক বৃন্দ এমন এক কাজের জন্য শারী'আত বা 'ইবাদাত রচনা করল যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে ছিল না। ফলে যা নাবী ﷺ-কে আল্লাহ নির্দেশ দেননি বা সাহাবায়েকেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে পাননি সেটার সম্বন্ধেও আল কুরআন ঘোষণা করছে–

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

"হে মুহাম্মদ ﷺ ঘোষণা করুন, আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা বলব কি? যাদের সমুদয় চেষ্টা সাধনা ও পার্থিব জীবনে পণ্ড হয়ে গেছে, আর তারাই মনে ধারণা করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করছে।"

(সূরাহ্ আল কাহ্ফ : ১০৩-১০৪)

হাদীসে নতুন উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত কাজ বিদ'আত নামে অভিহিত। বিশ্বনাবী ﷺ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন : مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'যে কেউ নতুন কিছু আমার দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করবে তাই প্রত্যাখ্যাত ও বর্জিত হবে'– (বুখারী- হাঃ ২৬৯৭, মুসলিম- ১৭/১৭১৮, সুনান আবু দাউদ- হাঃ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ্- হাঃ ১৪)। দ্বীনের মধ্যে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নতুন রিওয়াজ-রুসুম আবিষ্কার করার নামই বিদ'আত। তাই নাবী কারীম ﷺ বলেন :

وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

'আর শারী'আতের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।' (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী- হাঃ ১৫৭৮)

এ সুস্পষ্ট মহানাবী ﷺ-এর সতর্কবাণী প্রাপ্তির পরও যারা মিথ্যা হাদীস তৈরী করে শারী'আতে নতুন কিছু ঢুকাল আর সুন্নাতের কিছু বর্জন করল তারা প্রকৃতপক্ষে

মহানাবী ﷺ-এর 'আমালকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে যেমন পারেনি, তেমনি তারা শারী'আতকে 'ইবাদাত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট মনে করেনি। অথচ মহান আল্লাহর হুশিয়ারী-মহানাবী ﷺ-কে মহব্বত না করলে, উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করলে, তাকে চরম ও পরম নি'আমাত হিসাবে মেনে না নিলে, দ্বীনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসাবে না গ্রহণ করলে ও দ্বীনের পূর্ণতা দানকারী হিসাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আনুগত্য না দেখালে সে তো আদৌ মুসলমান হতে পারবে না।

অনেকে তর্কে অবতীর্ণ হয়ে বলেন নতুন কাজ যদি বিদ'আত হয় তাহলে আধুনিক যানবাহনে চড়া, ঘড়ি হাতে দেয়া, কলকারখানাসহ আজকের যুগে নতুন আবিষ্কৃত বস্তুগুলো তো সবই বিদ'আতরূপে বর্জন করতে হবে যা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বিমানে চড়লে কত পূণ্য ও সওয়াব আর না চড়লে কি পরিমাণ গুণাহ হবে? এর উত্তর কি? কথা হলো শারী'আতের মধ্যে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নতুন আবিষ্কৃত পন্থার যোগ-বিয়োগ দ্বীনকে সংকুচিত ও বৃদ্ধি করে, নবুওয়াত ও রিসালাতকে প্রকৃতপক্ষে বিকৃত করে, তাইতো আল্লাহ ও রাসূলের এহেন সতর্কবাণী। কেননা যারা আহলে কিতাব তারাও এভাবে শারী'আতকে খায়েশের পাবন্দ করে বিকৃত করেছিল। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে বজ্রদৃঢ় মুষ্ঠিতে যারা আঁকড়ে ধরে চরম ও পরম সফলতা অর্জন করেছিলেন, সে সাহাবায়ে কিরাম ও তার পরবর্তী যুগ হতে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে জীবন সাফল্যের সোপানে আরোহণ করার জন্যই তো জীবনের শেষ প্রান্তে মহানাবী ﷺ বলেন :

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي.

"আমি রেখে গেলাম তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু, যতকাল তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে থাকবে ততকাল কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" (বুখারী ও মুসলিম)

অথচ দেখা যাচ্ছে, যা বিদ'আত তাই সুন্নাত বলে চালু করা হলো আর যা সুন্নাত তাই বর্জন করা হলো। ফলে ভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেল মুসলমানদের চেহারা, সুরাত, ঈমান, 'আক্বীদাহ্, 'আমাল সবই পরিবর্তন হলো। মুসলমানকে দেখে বিশ্বাস করা মুশকিল যে তারা কিতাব ও সুন্নাহকে কতখানি বর্জন করে এ অবস্থায় পতিত। মদ, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, বেপর্দা, মিথ্যা, গীবত, পরচর্চা হতে শুরু করে লাদ্বীনি ইজম ও মতবাদকে সবই মুসলমানেরা হালাল করে নিয়েছে ব্যক্তি জীবনে, গোষ্ঠী জীবনে, গ্রাম, মহল্লা, শহর, বন্দর হয়ে সরকারী-বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষা নিকেতনে। তাই প্রাচ্যের দার্শনিক পণ্ডিত আল্লামা ইকবাল বলেন :

وضع مین تم هو نصاری تو تمدن مین هنود. تم مسلمان هو جنهین دیکه کے شرمائین یهود.

চেহারায় নাসারা, সংস্কৃতিতে হিন্দু, তুমি এমন মুসলমান যে, তোমাকে দেখে ইহূদীও লজ্জিত।

তারিখ : ১২/০৯/২০১৩ ঈসায়ী

আল্লাহ্ হাফেজ
প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

ফাতওয়ায়ে আলমগীরের একি আজব ফাতওয়ার দিকে

ফাতওয়ায়ে আলমগীর হানাফী মাযহাবের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। মুঘল সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব এ গ্রন্থখানি সংকলনের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। তারই নির্দেশে আট বছর পরিশ্রম করে ৭০০ জন বরেণ্য উলামায়ে কিরাম এটা ৬ খণ্ডে ১৬৬৩ সালে রচনা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদ করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশক এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বলেছেন– এ গ্রন্থটি হানাফী মাযহাবের একটি জগৎ বিখ্যাত সুবৃহৎ নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফাতওয়া গ্রন্থ। মহাপরিচালকের ভাষায়– এ গ্রন্থই জগতবিখ্যাত ফাতওয়ায়ে আলমগীর যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

এ গ্রন্থে তাহারাত, সলাত, সিয়াম, যাকাত ও হাজ্জ অধ্যায়ে আলোচিত কিছু মাসআলাহ্ নিম্নে উদ্ধৃত হলো যা কুরআন ও সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের বিপরীত। এ গ্রন্থে যতগুলো মাসআলাহ্ বর্ণিত হয়েছে তার দলীল হিসাবে সহীহ্ হাদীসের হাওলা না দিয়ে যে সমস্ত ফিকাহ্র কিতাবের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হলো : (১) কুদূরী, (২) জামিউস সগীর, (৩) ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার, (৪) আন নাহরুল ফায়িক, (৫) আল বাহরুর রায়িক, (৬) আজ জাওহারাতুন নাইয়্যারা, (৭) ফাতহুল কাদীর, (৮) কাজী খান, (৯) তাতার খানিয়া, (১০) সিরাজুদ দিয়ারা, (১১) হিদায়া, (১২) ইনায়া, (১৩) বিকায়া, (১৪) কিফায়া, (১৫) দিরায়া, (১৬) নিকায়া, (১৭) মনিয়া, (১৮) খুলাসা, (১৯) মুসাফফা, (২০) যখীরা, (২১) মুনতাকা, (২২) তাবয়ীন, (২৩) জাহিদী, (২৪) সিরাজিয়া, (২৫) বাদাঈ, (২৬) মুহীত, (২৭) যহীরিয়া, (২৮) তাজনীস, (২৯) কাফী, (৩০) ইতারিয়া, (৩১) আস সিরাজুল ওয়াহহাজ, (৩২) মুযমারাত, (৩৩) শারহুল মাজমা, (৩৪) ফাতওয়ায়ে গারাইব, (৩৫) গায়াতুশ সুরুজী, (৩৬) শরহুত তাহাবী, (৩৭) ইযাহ্, (৩৮) যাদ, (৩৯) আল ওয়ালুজিয়া, (৪০) গিয়াছিয়াহ প্রভৃতি।

অথচ বিশ্ববিখ্যাত কুরআনের তাফসীর এবং বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আত্ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, নাসায়ী, মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী সহীহ্ ইবনু খুজায়মাহ্, দারেমী, দারাকুতনী, সহীহ্ ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী, মুসান্নাফে আবি শায়বাহ্, মুসান্নাফে 'আবদুর রাজ্জাক, মিশকাত, বুলুগুল মারাম ইত্যাদি হাদীসের মশহুর কিতাবগুলো ফাতওয়ায়ে আলমগীরের সংকলনের বহু পূর্বেই সংকলিত হয়ে গেছে। তথাপিও এসব হাদীসের কিতাবগুলোর হাওলা কেন দেয়া হলো না তা বোধগম্য নয়।

নিম্নে আলোচিত মাসআলাগুলো সরাসরি বিশুদ্ধতম হাদীস বুখারীর প্রতিকূলে। অথচ এ প্রতিকূলে যে মাসআলাহ্ দেয়া হলো এবং বলা হলো এটাই বিশুদ্ধ মত। তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মতটি কি হবে? যে গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বিশুদ্ধ ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে সমাদৃত করা হয় তার মাসআলাহ্ যদি না মানা যায় তাহলে তার প্রামানিকতার মূল্য কোথায়? কিছু মাসআলাহ্ যা হানাফী মাযহাবের ভাইয়েরাও মানেন না তাহলে সে মাসআলাহ্সমৃদ্ধ কিতাবটিকে কিভাবে মাযহাবের নির্ভরযোগ্য বলে দাবী করা হলো? এবার হাদীস বিরুদ্ধ মাসআলাগুলোর কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো :

১। মাথার অগ্রভাগ পরিমাণ মাসেহ্ করা ফার্‌য (হিদায়া)।

(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড, ই: ফা: বাং, পৃষ্ঠা ৪৫)

২। মাথার সম্মুখভাগে মাসেহ্ করে যদি কোন ব্যক্তি মাথার পিছনের অংশ অথবা ডান বা বাদিকে বা মাথার মধ্যাংশ মাসেহ্ করে তবে মাসেহ্ দুরস্ত হবে।

(তাতারখানিয়া; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬)

এবার দেখুন বুখারী। আল্লাহর রাসূল ﷺ কিভাবে ওযূতে মাসেহ করতেন : ইয়াহইয়া আল মাযিনী (রহ্:) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন কিভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ ওযূ করতেন? 'আবদুল্লাহ্ যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পানি আনালেন। হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার তার হাত ধুলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন অতঃপর চেহারা তিনবার ধুলেন। তারপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ্ করলেন অর্থাৎ- হাত দু'খানা মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত ঘাড় পর্যন্ত নিলেন তারপর আবার যেখান থেকে নিয়েছিলেন সেখানই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু' পা ধুলেন।

(বুখারী- ১ম খণ্ড, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, হা: ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯, আধুনিক প্রকাশনী হা: ১৮০, ১৮৫; মুসলিম- ১ম খণ্ড, আহলে হাদীস লাইব্রেরী, হা: ২৩৫, পৃ: ২৫২)

তাহলে বিশুদ্ধতম হাদীসে স্পষ্টত যেখানে সমগ্র মাথা মাসেহ্ করার দলীল সেখানে কোন সময় মাথার সামনে, কোন সময় পিছনে, কোন সময় ডান বা বাম বা মধ্যখানে, মাসেহ্ করার কোন প্রকার সুযোগ আছে কি? এ ধরণের মাসআলাহ্ কি হাদীসের বিরুদ্ধে নয়? আর যে কিতাবে এসব ক্বিয়াস করে হাদীস উপেক্ষা করে ফাতওয়াহ্ দেয়া হয় তা কিভাবে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হতে পারে? আর ঐভাবে মাসেহ্ করলে কি রাসূলের তরীকায়ে ওযূ হবে? না সলাত হবে?

৩। ঘাড় মাসেহ করা। উভয় হাতের পৃষ্ঠা দ্বারা ঘাড় মাসেহ করবে।

(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ৫১)

অথচ ঘাড় মাসেহ করতে হবে এ আদেশ কোন সহীহ হাদীসে নেই। সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নাব্বী (রহ:) ঘাড় মাসেহ বিদ'আত বলেছেন।

(সহীহ বুখারী- ১ম খণ্ড, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, টীকা পৃঃ ১০২)

৪। দু' ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় : দু' ওয়াক্তের সলাত এক ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা কোন ওজরের কারণেও যাবে না। সফরেও না বা বাড়ীতে থাকা অবস্থায়ও নয়। তবে আরাফা ও মুজদালিফায় আদায় করা যাবে– **(মুহীত; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ১৪৬)**। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে দু'ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করতেন– **(বুখারী- ২য় খণ্ড, ই: ফা: বাং, হা: ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, পৃঃ ২৮৯, হু: আল মাদানী প্রঃ, হা: ১১০৬, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, ১১১০, আ: প্রঃ, হা: ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০; এছাড়া মুসলিম ও আবূ দাউদে কারণ ছাড়াই দু'ওয়াক্তের সলাত জমা করা যাবে)**।

৫। মাকরূহ ওয়াক্তে সলাত আদায় করার জন্য যদি কেউ মানত করে এবং আদায়ও করে তবে দুরস্ত আছে, কিন্তু সে গুনাহগার হবে এবং অন্য সময় পুনরায় এ সলাত আদায় করে নেয়া তার উপর ওয়াজিব।

(আল বাহরুল রাইক; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ১৪৭)

মহান আল্লাহর বাণী : "যা কিছু তোমরা ব্যয় করো অথচ যা কিছু তোমরা মানত করো আল্লাহ তা জানেন, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ২৭০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে সে আল্লাহর আনুগত্য করবে তাহলে সে যেন তার আনুগত্য করে। আর যে এরূপ মানত করে, সে আল্লাহর নাফরমানী করবে তাহলে সে যেন তার নাফরমানী না করে।

(বুখারী- ১০ম খণ্ড, ই: ফা: বাং, হা: ৬১২৬)

অনুরূপভাবে গুনাহর কাজে কোন মানত নেই।

(বুখারী- ১০ম খণ্ড, অনুচ্ছেদ- ২৭৭৬, হা: ৬১৩০)

তাহলে আল্লাহ ও তাঁর নবীর হারাম ঘোষণা-সূর্যাস্ত ও সূর্য উদয়কালীন সময়ে সলাত আদায় করবে না। অর্থাৎ- এ সময় সলাত আদায় হারাম। এখন ঐ হারাম সময়ে কেউ যদি সলাত আদায়ের মানত করে সে তো হারাম কাজের জন্য মানত করল। অর্থাৎ- আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করল।

তাহলে যে জেনে-শুনে হারাম কাজের মানত করে সে মানত আদায় কিভাবে দুরুস্ত হতে পারে? হারামকে যারা হারাম মনে করে না তারা কি যালিম ও নাফরমান নয়? আর এ ধরণের কাজের বৈধতার ফাতওয়া যে কিতাব দেয় তাকি গ্রহণযোগ্য? না সে কিতাব প্রামাণিক?

৬। সালাতের ইকামাত হবার পর নফল পড়া মাকরূহ। কিন্তু ফজরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। যদি জামা'আত সম্পূর্ণ ছুটে যাবার আশংকা না থাকে তবে ইকামাতের পরও ফজরের সুন্নাত জায়িয। (ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃ: ১৪৮)

অথচ বুখারীর একটি অধ্যায়ে রচিত হয়েছে– ইকামাত হয়ে গেলে ফার্‌য ব্যতীত অন্য সলাত নেই। এ অধ্যায়ে এ হাদীসটি এসেছে তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরে এক ব্যক্তিকে ইকামাত হয়ে যাবার পর দু'রাক'আত সলাত আদায় করতে দেখলেন। অতঃপর সলাত শেষে উক্ত ব্যক্তিকে বললেন ফজর কি চার রাক'আত? এ কথা দু'বার বললেন?– (বুখারী- ১ম খণ্ড, হুঃ আল মাদানী প্রঃ, হা: ৬৬৩, পৃ: ৩০৪; বুখারী- ২য় খণ্ড, ই: ফা: বাং, হা: ৬৩০)। তাহলে ফজরের সুন্নাতও ফার্‌যের ইকামাত হয়ে গেলে তা আদায় করার অনুমতি আল্লাহর নাবী ﷺ যখন দেননি তখন অন্য কেউ কি দিতে পারে? আর যদি কেউ সে অনুমতি দেয় তবে সে আল্লাহর রাসূলের নাফরমানী করল যা একজন মুমিন মুত্তাকী করতে পারে না। অতএব ফাতওয়ায়ে আলমগীরের এ ফাতওয়াও বৈধ নয়।

৭। ফজরের সলাত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব– (ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃ: ১৪৫)। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের জামা'আতে হাযির হতেন। তারপর সলাত আদায় করে তারা যার যার ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আধারে কেউ তাদের চিনতে পারত না– (বুখারী- ২য় খণ্ড, ই: ফা: বাং, হা: ৫৫১)।

আবছা আঁধারে যেখানে মহানাবী ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের ফজরের সলাত সম্পন্ন হত তখন কি বিলম্বে অর্থাৎ- ভোরের আলো প্রকাশিত হবার পর তা আদায় করা মুস্তাহাব বলার কোন এখতিয়ার থাকে?

৮। কোন ব্যক্তি ইকামতের সময় মসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মকরূহ। বসে যাবে। পরে মুয়ায্‌যিনের 'হ্যায়া আলাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়াবে। (মুযমারাত; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১৫৭)

'ইকামাতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা হত' নামে বুখারীর একটি অনুচ্ছেদ রচিত হয়েছে– অনুচ্ছেদ- ৪৬৩, বুখারী- ২য় খণ্ড, ই: ফা: বাং, পৃ: ৯৩।

ঐ অধ্যায়ের হা: ৬৮৪-তে বর্ণিত। সলাতে ইকামাত হচ্ছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ করে তাকালেন এবং বললেন : কাতারগুলো সোজা করে নাও আর মিলে দাঁড়াও। কেননা আমি আমার পিছন দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। তাহলে ইকামাত বলার পূর্বেই তো কাতার সোজা করার বিষয় আর ইকামাতের পরও ইমাম সাহেব দেখবেন যে কাতার সোজা

হলো কিনা। তাহলে 'হ্যায়া আলাল ফালাহ' না বলা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে এটা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাজ ও কথা নয়– নয় সলাতে কাতার সোজা করার পদ্ধতি ও সময়। এটাও একটা ক্বিয়াস। রাসূল ﷺ-এর 'আমালের বিরুদ্ধে একটি ফাতওয়া। (ঐ অনুচ্ছেদের ৬৮২-৬৮৪ পর্যন্ত হাদীস দ্রষ্টব্য)

৯। 'কাদ কামাতিস সালাহ' বলার সামান্য পূর্বে ইমাম তাকবীর বলবে। (মুহীত; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ১৫৭)

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত। রোগের কারণে নাবী ﷺ তিনদিন পর্যন্ত ঘরের বাইরে আসেননি। এ সময় একবার সলাতের ইকামাত দেয়া হলো। আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু ইমামতির জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় নাবী ﷺ ঘরের পর্দা ধরে উঠালেন। তাঁর চেহারা যখন আমাদের সামনে প্রকাশ পেল তার চেহারা অপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আমরা আর দেখিনি কখনো। তিনি হাতের ইশারায় আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ইমামতির জন্য ইশারা করলেন ও পর্দা ফেলে দিলেন। তারপর মৃত্যুর পূর্বে তাকে আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি। (বুখারী- ২য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ৬৪৭, পৃঃ ৭৩)

এ হাদীসে ইকামাত শেষ হবার পরই আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু ইমামতির জন্য অগ্রসর হবার কথা বর্ণিত। উপরন্তু ইমাম মুক্তাদী সকলকে তো ইকামাতেরও জবাব দিতে হয়। তাহলে 'কাদ কামাতিস সালাহ' বলার সাথে সাথে ইমাম তাকবীর বল্লে বাকী কলিমাগুলোর জবাব তাঁরা কখন দিবেন? মুক্তাদীরা তাকবীর শেষ হবার পর তো ইমামকে অনুসরণ করে সলাত শুরু করবে না মুয়ায্‌যিনকে ইকামাতের অবশিষ্ট কলিমাগুলো শুনে জবাব দিয়ে তারপর সলাতের শুরু করবেন? এর মধ্যে তো ইমামের সানা শেষ হয়ে কিরাআত শুরু হয়ে যাবে। তাহলে মুক্তাদীরা কখন সানা পড়বে? এসব হাদীস বিরোধী ফাতওয়ার কি কোন প্রয়োজন ছিল? না এসব ফাতওয়া প্রদান করে হাদীসকে উপেক্ষা করে সলাতে বিদ'আত পদ্ধতি ঢুকানো হয়েছে?

১০। লিঙ্গ একটি পৃথক অঙ্গ। অনুরূপভাবে স্ত্রী লিঙ্গের দু' পার্শ্ব পৃথকভাবে ২টি অঙ্গ। নিতম্ব দু'টি পৃথক অঙ্গ। মলদ্বার আর একটি অঙ্গ। হাটু থেকে নিয়ে উরুর গোড়া পর্যন্ত একটি অঙ্গ। সুতরাং কেউ যদি হাটু খোলা অবস্থায় সলাত আদায় করে এবং উরু ঢাকা থাকে তবে সলাত সহীহ্ হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত– (তাজনীস; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ১৬১)। এটাই যদি বিশুদ্ধ মত হয় তবে বুখারীর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ মতটির কি হবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সলাত আদায় করতেন আর তার সঙ্গে অনেক মহিলা চাদর দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে শরীক হত। অতঃপর তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেত তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না– (বুখারী- ২য় খণ্ড, হাঃ ৫৫১)।

নারীরা সর্বাঙ্গ ঢেকে সলাত আদায় করবে অথচ ফাতওয়ায়ে আলমগীরের হাটু খোলা রাখা কি বেপর্দার বিষয় নয়? হাদীস বিরুদ্ধ ফাতওয়ার কি খুবই জরুরী ছিল এবং নারীর প্রতিটি অঙ্গ এমনভাবে বিশ্লেষণ করার যৌক্তিকতা কোথায়?

১১। আল্লাহু আকবর এর পরিবর্তে কেউ যদি সুবহানাল্লাহ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দ্বারা সলাত আরম্ভ করে তবে জায়িয আছে। আল্লাহর নামসমূহের মাঝে যেসব নাম তাযীমের অর্থ প্রকাশ করে এর দ্বারা সলাত আরম্ভ জায়িয আছে। যেমন- আল্লাহু, সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, লা ইলাহা গায়রুহু এবং তাবারাকাল্লাহু দ্বারা সলাত আদায় জায়িয। যদি কেউ আল্লাহুমা বলে তাও জায়িয।

ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ১৮২-১৮৩। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ সলাত শুরু করতেন তাকবীর অর্থাৎ- আল্লাহু আকবার বলে- **(বুখারী- ২য় খণ্ড, হাঃ ৭৯০)**। আর প্রত্যেকটি সহীহ হাদীসেই যেমন এটা আছে তেমনি সকল মুসলিম তিনি যে মাযহাবের হন না কেন এ তাকবীর দিয়েই সলাত শুরু করেন। ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহঃ)-এর প্রদত্ত জায়িয ফাতওয়া (তাকবীর ভিন্ন) অন্য শব্দ দিয়ে কি তার অনুসারীগণ সলাত শুরু করেন? আর কোনটা জায়িয কোনটা নাজায়িয এটা বলবে কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে আল্লাহর ওয়াহী ভিন্ন কোন ফাতওয়া দেননি সেখানে ওয়াহীর বিপরীত ফাতওয়া যারা দিলেন ও ফাতওয়ার কিতাব লিখলেন তারা কতটুকু ভাল কাজ করলেন? যেখানে স্পষ্ট বিধান আছে সেখানে আবার ক্বিয়াস কিসের জন্য?

১২। ইমাম আবূ হানিফা (রহ:)-এর মতে ফারসী বা অন্য যে কোন ভাষায় কিরাআত পড়া জায়িয। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ:)-এর মতে ওজর ভিন্ন জায়িয নয়। ইমাম আবূ হানিফা (রহ) পরে তার ছাত্রদ্বয়ের দিকে রুজু করেছেন। **(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ১৮৬)**

মাশরিক ও মাগরিবে অতীত ও বর্তমানে আজ পর্যন্ত কেউ কি আরবী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় কিরাআত পড়া বৈধ বলে পড়েছেন? এটাই যদি বৈধ হত তবে পৃথিবীর সব ভাষায় তা শুরু হয়ে যেত। ওয়াহীর ভাষার অবমূল্যায়ন ও বিকৃতি ঘটত। এ ধরণের ক্বিয়াসের যৌক্তিকতা কোথায়?

১৩। কোন ব্যক্তি যদি রুকূ' না করে সোজা খাড়া থেকে সাজদায় চলে যায় এবং সুন্নাতের বিপরীত উটের ন্যায়, তবে এ সামান্য ঝুকার দ্বারাও রুকূ' আদায় হয়ে যাবে। **(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ১৮৬)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তুমি সলাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার পক্ষে সহজ পড়বে। এরপর রুকূ'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' আদায় করবে। তারপর রুকূ' হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে তারপর সাজদায় যাবে– **(বুখারী- ২য় খণ্ড, হাঃ ৭৫৭)**। কেউ যদি রুকূ'-সাজদাহ্ সঠিকভাবে না করে এবং ঐ অবস্থায় মারা যায় তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে– **(বুখারী- ২য় খণ্ড, হাঃ ৭৫৫ এবং ৭৫৬ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)**।

রাসূলের হাদীসের বিরুদ্ধে সলাত শিখানোর জন্য যে ক্বিয়াস ও ফাতওয়া তা অনুসরণ করলে সেটা কার 'ইবাদাত হবে?

১৪। দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা উচিত। **(খুলাসা; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ১৯৪)**

অথচ বুখারীতে একে অন্যের পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। **(২য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ৬৮৯)**

একজনের দু'পায়ের মাঝে, চার আঙ্গুল ফাঁক রাখলে কস্মিনকালেও অন্যের অর্থাৎ- পাশের জনের পায়ের সাথে মিলানো সম্ভব নয়। অথচ ঐ চার আঙ্গুল ফাঁক রাখাটা শ্রেফ একটা ক্বিয়াস যা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। হাদীসকে উপেক্ষা করে ক্বিয়াসের যে দারুণ আগ্রহ কিন্তু কেন? রাসূলের সিদ্ধান্ত ও আমল পছন্দ হয় না বলে? না সলাতকে নষ্ট করার জন্য এমন মাসআলা?

১৫। একদল লোক মাসজিদের ভিতর বসা আছে এবং আর একদল লোক মাসজিদের বাইরে বসা আছে। এমতাবস্থায় মুয়য্যিন ইকামাত বলার পর বাইরের লোকদের মধ্য থেকে ইমাম হয়ে একজন ইমামতি করল এবং ভিতরের মধ্যে হতে একজন ভিতরের লোকদের ইমামতি করল। এতদুভয় ইমামের মধ্যে যে প্রথমে সলাত আরম্ভ করল তার এবং তার মুক্তাদির সলাত মাকরূহ্ হবে না।

(খুলাসা; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ২১৬)

একই স্থানে দু'টি ফারয সলাতের একই সময়ে এক জামা'আত হতে পারে এ বিধান কেউ কি কখন শুনেছে না জেনেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় হতে অদ্যাবধি ক্বা'বাহ্ ও মাদীনার মাসজিদে ও তার ভিতর-বাইরে সলাতে যে জনসমুদ্রের ঢল নামে- তা কি দু এক হাজার? বরং লক্ষ লক্ষ। ক্বা'বাহ্ তো ৮ই জিলহাজ্জে প্রায় ৩০/৩৫ লক্ষ মুসল্লী সলাতে একই ইমামের ইকতিদা করেন। কই সেখানে তো একাধিক ইমাম থাকে না? এ দেশের বাইতুল মুকাররম মাসজিদসহ বড় বড় মাসজিদে হানাফিদের সলাতে কি একাধিক ইমামের ইকতিদা করা হয়? নিশ্চয় না। তাহলে এ ফাতওয়াটি কাদের উদ্দেশ্য ও কি জন্য রচিত?

১৬। মহিলাদের জন্য জামা'আতে শরীক হওয়া মাকরূহ– **(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ২২৭)**। মহিলাগণ জামা'আতে সামিল হতেন মহানাবী ﷺ-এর যুগে– **(বুখারী- ২য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ৫৫১, ৮২২, ৮৩১, ৯২০, ৯২৩, ৯২৪, ১১৩০-৩১)**।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মহিলাদের জামা'আতে সামিল হবার অনুমতি দিবার পর কেই যদি তা রহিত করে তবে সেটা কি ওয়াহীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করা হলো না? ফিতনার যুগ বলে মহিলাদের মাসজিদে যেতে নিষেধ করা হয় আর হাট-বাজার, দোকান, পাট, ক্ষেত, খামার, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোর্ট কাচারী অফিস-আদালত এমনকি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়ে বেপর্দায় দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ালেও আপত্তি থাকবে না এমনটি তো আশ্চর্য ব্যাপার। অথচ মাসজিদে পৃথকভাবে হুরমতের সাথে সর্বাঙ্গ ঢেকে আল্লাহর 'ইবাদাতে সামিল হওয়া তো সব থেকে নিরাপদ। ফিতনা-ফ্যাসাদ মুক্ত। দুনিয়ার সব থেকে নিরাপদ স্থান তো মাসজিদ। সেখানে আল্লাহর বান্দাদের প্রবেশ কেন ফিতনার কারণ হবে বা আশংকা হবে? অথচ যেখানে শাইত্বানের সরব বেসুমার সেখানে মহিলাদের আহ্বান উচ্চৈকণ্ঠে তারই বিরুদ্ধে ফাতওয়া তো আর বেশি জোরদার হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর বিধান ও রাসূলের শারী'আতের উপর হস্তক্ষেপ আদৌ কল্যাণকর নয় বরং বিপদজনক।

১৭. কোন ব্যক্তি যদি তারাবীহর সলাত এক সালামের ৬ রাক'আত আট রাক'আত বা দশ রাক'আত আদায় করে এবং দু' রাক'আত পরপর বৈঠক করে তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে দু' রাক'আতে দু' রাক'আতই আদায় হয়ে যাবে। এটাই সহীহ মত– **(ফাতওয়ায়ে কাজী খান)**। কেউ যদি বিশ রাক'আত এক সালামে আদায় করে ও দু'রাক'আত পরপর বসে তবে এতে পূর্ণ তারাবীহ আদায় হয়ে যাবে– **(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ২৯৩)**।

অথচ এ সলাত দু দু'রাক'আতে সালাম ফিরিয়ে আদায় করতে হয়। **(বুখারী- ২য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ১০৭১, ১০৭৪, ১০৮১ এবং বুখারী- হুঃ আল মাদানী প্রঃ, হাঃ ১১৩৭-১১৪০ ও ১১৪৭)**

ফাতওয়াটি অতশত ফকিহ্ মিলে দিয়ে দিলেন অথচ হাদিসে রাসূলের কোন ধার ধারলেন না। ভাবখানা এমন যেন সলাতটি তারাই প্রবর্তন করেছেন আর আদায়ের পদ্ধতিও তাদের ইচ্ছামত মন গড়া বানিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ ও তার রাসূল কি বলেছেন সেটার দিকে আদৌও কোন নজর দিবার গরজ নেই। এমন ফিকহী মাসআলাহ্ কি কেউ মানে আর মানলে তার সলাত আদায় হবে কি রাসূলের বিরুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য?

১৮। মুক্তাদী যদি সমস্ত রাক'আতে ইমামের আগে রুকূ'-সাজদাহ্ করে তবে কিরা'আত ব্যতিরেকে অতিরিক্ত আরো এক রাক'আত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে এবং তার সলাত পূর্ণ হয়ে যাবে। **(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃ: ২৯৭)**

ইমামকে নিযুক্ত করা হয় অনুসরণের জন্য। কেউ যদি ইমামের পূর্বে সাজদায় যায় আল্লাহ্ তার মাথা ও আকৃতি গাধার ন্যায় করে দিবেন– **(বুখারী- ২য় খণ্ড, হাঃ ৬৫৬, ৬৫৮)**। সলাত ঐভাবে আদায় করলে যদি গাধা হয়ে যেতে হয় তবে সে সালাতের কোন দরকার নেই এবং তা আদায় হয়ে যাবে বলাটা একেবারেই মূর্খতা ভিন্ন আর কি হতে পারে? তার সলাত তো হলো না এবং সে অবশ্যই এমন কাজ থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবে।

১৯। ঈদের নামাযের পর বাড়ীতে ফিরে আসার পর চার রাক'আত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। **(যাদ; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬)**

বুখারীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস -এর বর্ণিত হাদীস। নাবী কারীম ঈদের সলাতের আগে এবং পরে কোন সলাত আদায় করেননি।

(বুখারী- ২য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ৯১৩)

এক্ষেত্রেও হাদীসের বিরুদ্ধে ফাতওয়া।

২০। পল্লী গ্রাম এবং মাঠে ময়দানের অধিবাসী যাদের উপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব না তাদের জন্য জায়িয আছে জুমু'আর দিন আযান ইকামাতসহ যোহরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা।

গ্রাম্য লোক যদি শহরে প্রবেশ করার পর এরূপ নিয়্যাত করে যে সে জুমু'আর ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে চলে যাবে। তবে তার উপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব হবে না।

ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড. ইঃ ফাঃ বাং, পৃঃ ৩৫৫ :

গ্রামে জুমু'আর সলাত ওয়াজিব নয় বরং যোহর পড়ার ফাতওয়া দিয়েছে ফাতওয়ায়ে আলমগীর অথচ বুখারী 'গ্রামে ও শহরে জুমু'আর সলাত' নামে একটি অনুচ্ছেদ রচিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ নং ৫৬৭। **(বুখারী- ২য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং)**

এ অনুচ্ছেদে ৮৪৮ নং হাদীসে ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ -এর মাসজিদে জুমু'আর সলাত অনুষ্ঠিত হবার পর প্রথম জুমু'আর সলাত অনুষ্ঠিত হয় 'বাহরাইন জুওয়াসা' নামক স্থানে অবস্থিত 'আবদুল কায়িস গোত্রের মাসজিদে। অনুরূপভাবে ৮৪৯ নং হাদীসে ওয়াদিউল কুরার একটি স্থানে কৃষি জমির আশে, পাশে এক দল সুদানী ও অন্যান্যরা বসবাস করতেন আর সেখানে জুমু'আহ্ কায়িম করেন। মাদীনায় মহানাবী ১ম জুমু'আহ্ বানী সালিম ইবনু 'আওফে যা ছিল বাতনে ওয়াদী-ওয়াদীয়ে রানুনায়।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, পৃঃ ৩৫৭; এ স্থানটিও শহর ছিল না)

শুধু কি তাই? সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ নাযিল হলো কি কেবল শহরবাসীর জন্য? এ সূরার হুকুম ও ফরজিয়াত গ্রামবাসী পালন করতে তো আল্লাহ্ ও তার নাবী ﷺ কোথাও নিষেধ করেননি।

ফাতওয়ায়ে আলমগীরের এ ফাতওয়া যদি মেনে নেয়া হয় তবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকাসহ সমগ্র মুসলিম জাহানের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যে জুমু'আর সলাত প্রতি সপ্তাহে আদায় করেছেন হানাফীরা তা কি নাজায়িয হচ্ছে?

২১। ঈদের দিন ঈদগাহে মিম্বর নিয়ে যাবে না। অবশ্য ময়দানে মিম্বর বানানোর ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এরূপ করা মাকরুহ নয়। আবার কেউ বলেন, এরূপ করা মাকরূহ– **(ফাতওয়ায়ে কাযীখান)**। বিশুদ্ধমতে এরূপ করা মাকরূহ হবে না– **(গারাইব; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫)**।

অথচ ইমাম বুখারী (রহ্:) 'মিম্বর না নিয়ে ঈদগাহ্ গমন' এ নামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদ নং ৬০৮ পৃ: ২০৭ বুখারী- ২য় খণ্ড, ই: ফা: বাং, এ অনুচ্ছেদের ঈদগাহে মিম্বর না নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হা: ৯০৮। মারওয়ান ইবনু হাকাম মাদীনার 'আমীর হলে তিনিই সর্বপ্রথম 'উমাইয়াহ্ 'আমালে ঈদগাহের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সলাতের পূর্বে খুৎবা প্রদানের পদ্ধতি চালু করেন এবং যেহেতু এটা রাসূলের নীতির বিরুদ্ধ পদ্ধতি তাই সাহাবী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতিবাদ করে বলেন যে, তোমরা রাসূলের সুন্নাত পরিবর্তন করে ফেলেছ। অর্থাৎ- ঈদগাহে আল্লাহর রাসূল খুৎবা মিম্বরে দাঁড়িয়ে দেননি। এটা মারওয়ান ইবনু হাকাম দিয়েছেন। অতএব ঈদগাহে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ্ প্রদান রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত নয় বরং মারওয়ান যে বিদ'আত চালু করেছিল তারই অনুসরণে কেউ ঈদগাহে মিম্বরে নিয়ে যাক বা সেখানে মিম্বর তৈরী করুক কোনটাই রাসূলের সুন্নাত নয় বরং সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ যা করা কখনো উচিৎ নয়। কিন্তু ফাতওয়ায়ে আলমগীর এটা মাকরুহ নয় বলে বিশুদ্ধ মত বলে দিলেন। হাদীসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ক্বিয়াস নয় কি?

২২। খুৎবা ব্যতীত ঈদের নামায পড়া জায়িয আছে। কেউ যদি নামাযের পূর্বে খুৎবা পাঠ করে তবে জায়িয হবে। কিন্তু মাকরুহ হবে। নামাযের আগে পড়া হলে নামাযের পর পুনরায় তা দুহরাতে হবে না– **(ফাতওয়ায়ে কাজী খান; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড, ই: ফা: বাং, পৃ: ৩৬৬)**। অথচ 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন সলাত আদায় করতেন। আর সলাত শেষে খুৎবাহ্ দিতেন– **(বুখারী- ২য় খণ্ড, ই: ফা: বাং, হা: ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১২, ৯১৩, ৯১৩, ৯১৫)**। আল্লাহর রাসূল কখনো ঈদে

সলাতের পূর্বে খুৎবাহ্ দেননি। সেখানে যারা ঈদের সলাতের পূর্বে খুৎবা দিবে তারা কি রাসূলের ইত্তেবার পরিবর্তে বিরোধিতা করল না। আর যারা রাসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা করল তারা কারা? ঈদের সলাতের পূর্বে খুৎবাহ্ প্রদান করেছিল মারওয়ান ইবনু হাকাম। কারণ সে দুরাচারী শাসক ছিল।

তার খুৎবাহ্ কেউ শুনত না বিধায় সে খুৎবাটা সলাতের আগেই দিত। মানুষকে শুনাতে বাধ্য করত। এ কথাটিও বুখারীর ৯০৮ নং হাদীসে উল্লেখিত। তাহলে এমন হাদীস বিরুদ্ধ ফাতওয়া লেখা হলো অথচ হানাফীরা এ ফাতওয়া কি মানেন? তবে হ্যাঁ! আজকাল কিছু কিছু ঈদগাহে এটা নতুন নিয়মে মানা হচ্ছে যেমন- জুমু'আর দু'টি খুৎবার পরিবর্তে তিনটি খুৎবাহ্ অর্থাৎ- বাংলায় একটা আর আরবীতে দু'টি দেয়া হয় কোন কোন মাসজিদে তেমনি ঈদের দিন সলাতের পূর্বে বাংলায় ওয়াজ নাসিহাত করা হয় ঠিক মারওয়ানী সুন্নাত অনুযায়ী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বুখারীতে উল্লেখিত ৮টি সহীহ্ হাদীসের দিকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে এ কাজটি করা হচ্ছে। যেখানে আল্লাহর নাবী ﷺ বললেন : ঈদগাহে গিয়ে প্রথম কাজটি হলো সলাত তারপর খুৎবাহ্। সেখানে এ নির্দেশের বিরোধিতা করা কোন ধরনের ক্বিয়াস?

২৩। জানাযার নামাযে কুরআন শরীফের কোন সূরাহ্ কিরাআত পাঠ করবে না। সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ দু'আর নিয়্যাতে পাঠ করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু কিরাআতের নিয়্যাতে পাঠ করা জায়িয নয়। কেননা এটা কিরাআতের ক্ষেত্র নয়। বরং দু'আর ক্ষেত্র। **(মুহীতঃ সুরু খসী; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড, ৩৯৮)**

ত্বালহাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আউফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিছনে জানাযার সলাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ তিলাওয়াত করলেন এবং (সলাত শেষে) বললেন, আমি এমন করলাম যাতে সবাই জানতে পারে যে তা (সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ তিলাওয়াত করা) জানাযা সালাতে সুন্নাত (একটি পদ্ধতি)।

(বুখারী- ২য় খণ্ড, ই: ফা: বাং, হা: ১২৫৪)

এমন একটি বিশুদ্ধ হাদীস পাবার পরও জানাযায় সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ না পাঠ করলে জানাযা হবে কি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুসারে?

২৪। আর আমাদের মাযহাব অনুসারে স্বামী তার স্ত্রীকে কোন অবস্থাতেই গোসল করানো জায়িয নেই। **(আস সিরাজুল ওয়াহ্হাজ; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৭)**

অথচ যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে তার স্বামী আর স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রী তাকে গোসল দিবে। **(মুসনাদে আহমাদ, ইবনু মাজাহ্ ও মুয়াত্তা মালিক)**

২৫। সাদাক্বায়ে ফিতর ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে আযাদ, মুসলমান এবং এরূপ নিসাবের মালিক যা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত– (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ৪৬৬)। আমাদের ফকিহ্ উলামাগণের মতে গোটা জীবনই হলো সাদাক্বায়ে ফিতর আদায়ের সময়– (বাদাই; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ৪৬৭)।

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেন– প্রতিটি আযাদ-গোলাম, নারী-পুরুষ, প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত সকলের উপর সাদাক্বাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ ফার্‌য এবং তা ঈদের সলাতে বের হবার পূর্বেই আদায় করতে হবে। (বুখারী- ৩য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ১৪১০-১৪১১)

এ ক্ষেত্রে নিসাবের কোন কথা নাবী ﷺ বলেলন : না, অথচ ফকিহ্ সাহেবরা নিসাব আবিষ্কার করে অসংখ্য মানুষকে সাদাক্বাতুল ফিতর ও এর ফরযিয়াত আদায় করা হতে মাহরুম করছেন। এ গুণাহের দায়ভার কে বহন করবে? যাকাতুল ফিতর আদায়ের সময় যদি জীবন ভর বিস্তৃত হয়ে থাকে তবে নাবী ﷺ-এর ঐ আদেশের কোন মূল্য কি তাদের নিকট আছে? অথচ উম্মাতের দাবীদার। আশ্চর্য প্রহসন শারী'আতকে নিয়ে সহীহ্ হাদীসকে বাদ দিয়ে।

২৬। এক ব্যক্তির সাদাক্বায়ে ফিতর একই মিসকীনকে দিবে। দু' বা ততোধিক মিসকীনের মাঝে বন্টন করলে তা জায়িয হয় না।

(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ৪৭০)

সাদাক্বাতুল ফিতরও এক প্রকারের সাদাক্বাহ্ এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে মিসকীনদের খাদ্য বলে অভিহিত করেছেন আর আল্লাহ্র রাব্বুল 'আলামীন সাদাক্বাহ্ বিতরণ কাদের মাঝে করতে হবে তা সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্-এর ৬০ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ ও তার রাসূল কোথাও একটা ফিতরা একজনকে দিতে হবে তা বলেননি। বরং এটা সংগ্রহ করে তা প্রাপকদের মাঝে বন্টন করে দিবারই হুকুম। এখানে ফিতরা যে একত্রিত করে তা বণ্টন করতে হবে সে সুযোগও বাতিল করা হয়েছে। এসবই মনগড়া এক অলীক শারী'আত।

২৭। কেউ যদি ৮ তারিখ মাক্কায় যোহ্রের নামায আদায় করে মিনায় আসে এবং এখানে রাত যাপন করে তাতে কোন ক্ষতি নেই। মিনায় রাত যাপন না করে কেউ যদি মাক্কায় রাত যাপন করে আরাফার দিন তথায় ফজর আদায় করে মিনা হয়ে আরাফায় যায় তবে জায়িয আছে। কিন্তু এরূপ করা অন্যায় কেননা এরূপ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের খেলাফ। (ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ৫৪৮)

একটা জিনিস লক্ষণীয় তা হলো ফাতওয়া দাতারা স্বীকার করেছেন যে বিষয়টি সুন্নাতের খিলাফ এবং অন্যায় তাহলে কিভাবে জায়িয হয়? এ যে পাগলের প্রলাপ। তাও শারী'আতের মাস'আলা নিয়ে যেখানে জায়িয নাজায়িয হালাল হারাম সম্পর্কিত। এরই নাম কি ফিকাহ? ২৮ আরাফায় অবস্থানের সময় হয়, আরাফাত দিন দ্বিপ্রহরের পর হতে পরের দিনের ফজর পর্যন্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সময়ের মধ্যে আরাফায় অবস্থান করবে জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, ঘুমন্ত অবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায়, সুস্থ মস্তিষ্কে হোক অথবা পাগল ও বেহুশ অবস্থায়, স্বেচ্ছায় অবস্থান করুক বা অবস্থান না করে এর উপর দিয়ে অতিক্রম করে থাকে সর্বাবস্থায় সে হাজ্জ পেয়েছে বলে বিবেচিত হবে। 'তার হাজ্জ হয়নি' এ হুকুম তার উপর আরোপিত হবে না– **(শহরে তাহাবী; ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫১)**। এটাও ফাতওয়া হতে পারে? অজ্ঞাতসারে ঘুমন্ত অবস্থায় পাগল ও বেহুশ অবস্থায় আরাফাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করলে হাজ্জ হয়ে যাবে?

আরাফাতের উকুফ বা অবস্থান স্থলের সময়সীমা রেখার মধ্যে যেমন অবস্থান করতে হবে তেমনই মানুষ সেখানে কি ঘুমাতে যাবে না বেহুশ পাগলেরা পাগলামী করতে যাবে? যেখানে এমন সময় পৌঁছাতে হয় যখন দ্বিপ্রহরের পূর্বে এবং যোহর ও 'আসরের সলাত এক আযানে ও দু' ইকামাতে আদায় করতে হয়। তাওবাহ্ ইস্তেগফার দু'আ করতে করতে মানুষের চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে কৃতগুনাহ মাফের জন্য। সেখানে ঐ ধরণের পাগলের প্রলাপ সদৃশ্য ফাতওয়া প্রদানের মওকা কোথায়?

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ৯ই জিলহাজ্জ ফজর বাদ মিনা হতে আরাফাতে গমন করেন।

তথায় যোহর আর 'আসর এক আযানের দু' ইকামাতে আদায় করেন। অতঃপর সূর্যাস্ত গেলে মাগরিব না পড়ে আরাফাত হতে রওনা দেন আর মুযদালিফাতে এসে মাগরিব ও 'ইশা এক আযানে দু' ইকামাতে আদায় করে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ১০ই জিলহাজ্জ ফজরের সলাত মুজদালিফাতে আদায় করে সূর্য উদয়ের আগে মিনার উদ্দেশ্যে মুযদালিফা ত্যাগ করেন।

(আত্ তিরমিযী- ৩য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ৮৮০-৮১, ৮৮৩, ৮৮৬, ৮৯৬, ৮৯৭; আবূ দাউদ- ৩য় খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ১৯১১, ১৯২২, ১৯৩৬)

তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাজ্জের যে মসনুন তরীকা তার বিপরীত যে কথাগুলো ফাতওয়ায় আলমগীরে উল্লেখিত হলো তা কি আদৌও অনুসরণযোগ্য না হাদীসের বিরুদ্ধেই এ ফাতওয়া?

তাছাড়া আরও এমন হাদীস বিরোধী মাস'আলা আছে। কিন্তু এটাই কি ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি? হাদীস বাদ দিয়ে ফিকাহ রচনা করতে হবে মনগড়া এবং সরাসরি হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে? পরিশেষে যদি ৭০০ 'আলিম দীর্ঘ আট বছর পরিশ্রম করে রাসূল ﷺ-এর হাদীসগুলো সামনে রেখে সহীহ হাদীসের একটা সংকলন রচনা করতেন আল্লাহর নাবী ﷺ কি বলেছেন আর সাহাবায়ে কিরাম তাকে কেমনভাবে অনুসরণ করেছেন তাহলে ঐ ফিকাহর কিতাবগুলোর মনগড়া কথা এবং হানাফী মাযহাবের ইমামদের সনদবিহীন উক্তি দিয়ে এমন হাদীস বিরোধী শারী'আত বিরোধী মাসআলাহ নিয়ে ফাতওয়ায়ে আলমগীর সামনে আসত না।

যদি কারো মনে এমনটি উদয় হয় যে ফাতওয়ায়ে আলমগীরে সংকলিত মাসআলাগুলো অবলম্বন করলে কি ধরনের ক্ষতি হবে? এর জবাব এভাবে দেয়া যেতে পারে :

১। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা বলেন : **"তোমার রাসূল ﷺ যা দেন তাই গ্রহণ করো আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"** (সূরাহ্ আল হাশর : ৭)

প্রথমতঃ ওযূ হলো সলাত আদায়ের ভিত। সে ভিতটা যদি গড়বড় বা নড়বড়ে হয়ে যায় তবে সলাত শুদ্ধ হবে কি? রাসূল ﷺ বললেন মাথাটা সম্পূর্ণ মাসেহ করো আর ঘাড় মাসেহ করার কোন কথাই বললেন না। এক্ষণে যদি মাথা আংশিক মাসেহ করে ঘাড়টা মাসেহ করা হয় তাহলে আল্লাহর কুরআনকে মানা হলো না আর রাসূলের তরীকায় ওযূটাও হলো না। ফলে কুরআন হাদীস বিরোধী ওযূ দ্বারা কখনো সহীহ সলাত হবে না।

২। আল্লাহ বলেন : **"আল্লাহকে অনুসরণ করো এবং রাসূলকে অনুসরণ করো আর এটা না করে তোমাদের 'আমাল বিনষ্ট করো না।"** (সূরাহ্ মুহাম্মাদ : ৩৩)

ফার্‌য সলাতের ইকামত হয়ে গেলে আর কোনে সলাত পড়া যাবে না এমনকি ফার্‌যের সুন্নাতও নয়। সলাতে কাতার বেঁধে একে অন্যের পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলে দাঁড়াতে হবে। অথচ একজনের দু'পায়ের মাঝে চার আঙুল ফাঁক রেখে দাঁড়াবার কথা বলা হয়নি। দু' ওয়াক্তের সলাত একত্রে পড়ার কথা রাসূল ﷺ বললেন। অথচ ফাতওয়া দেয়া হলো একত্রে দু' ওয়াক্তের সলাত পড়া যাবে না। এছাড়া সলাতে আরো যে ক'টি হাদীস বিরুদ্ধ ফাতওয়া দেয়া হলো। যেমন- ৭ নং, ৮ নং, ৯ নং, ১০ নং, ১১ নং, ১২ নং, ১৩ নং, ১৪ নং, ১৫ নং, ১৬ নং, ১৭ নং, ১৮ নং, ১৯ নং, ২০ নং, ২১ নং, ২২ নং, ২৩ নং। অর্থাৎ- এক থেকে ২৩ নং পর্যন্ত এ তেইশটি ফাতওয়া যা দেয়া হলো সবই আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুমের বিরুদ্ধে। তাহলে এ সলাত কেমনভাবে

গ্রহণযোগ্য হবে? বরং সলাতকে নষ্ট করে দেয়া হলো। শুধু কি সলাত নষ্ট হলো? এ ফাতওয়া যাকাতুল ফিতর, হাজ্জ-এর বেলায়ও আল্লাহর রাসূলের বিধানকে পরিত্যাগ করা হলো। অর্থাৎ- আলোচিত ২৮টি ফাতওয়ার সব'কটি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহ ও তার রাসূলকে ইত্তেবা বা অনুসরণ করা যাবে না। এ ধরনের ক্ষতিকর ফাতওয়া কি মুসলিমদের জন্য সত্যিই প্রয়োজন? সব থেকে আশ্চর্য বিষয় হলো যুগ যুগান্তরের আহ্‌লুল ইল্‌ম বা উলামায়ে কিরাম কেন এগুলোর বিরুদ্ধে লিখেন না ফাতওয়ায়ে আলমগীর হতে এসব মনগড়া ফাতওয়াগুলো বাদ দিয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন না?

ত্বালাক্ব সংক্রান্ত ফাতওয়া

মুসলিম পারিবারিক জীবনের শুরু দাম্পত্য জীবন দিয়েই। শারী'আত সম্মত বিবাহের দ্বারাই এ জীবনের সূচনা। নানা সঙ্গত কারণে যদি স্বামী-স্ত্রী যুগল জীবন নির্বাহ করতে ব্যর্থ হয় তবে উভয় পরিবারের পক্ষ হতে ইসলাহ বা মীমাংসা করার কথা আল কুরআন বলে দিয়েছে। এখানেও সমঝোতা না হলে স্ত্রীর মাসিক ঋতু হতে পবিত্র হলে তাকে এক ত্বালাক্ব দিয়ে স্বামীর সংসারেই রাখতে হবে। এক মাস ধরে যদি উভয়ের মাঝে ঐক্যমত না হয় তবে দ্বিতীয় মাসে মাসিক ঋতু হতে পবিত্র হলে ২য় ত্বালাক্ব। এর পর ৩য় মাসে পবিত্র অবস্থায় ৩য় ত্বালাক্ব উচ্চারিত হলে ঐ স্ত্রীর সাথে আর সংসার জীবন নির্বাহ করা চলবে না। ইদ্দত শেষ হলে সে স্বাভাবিক নিয়মে ২য় স্বামী পরিগ্রহ করতে পারবে এবং সেখানে বিবাহের সকল বিধি মেনে দাম্পত্য জীবন শুরু করবে। ঠিক ১ম স্বামীর ন্যায় যদি ২য় স্বামীর সাথেও বনিবনা না হয় তবে উল্লেখিত নিয়মে তিন মাসে পবিত্র অবস্থায় ত্বালাক্ব দিলে এ স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর জন্যও হারাম হয়ে যাবে। এরপর ইদ্দত পালন করবে। তারপর ইদ্দত শেষ হলে ১ম স্বামী চাইলে এ মহিলাকে ২য় বার ইসলামী কানুনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এটাই হলো আল্লাহর বিধান এবং রাসূলের সুন্নাত। আর এর ব্যতিক্রম যা কিছু যেমন একই সাথে তিন ত্বালাক্ব এক বৈঠকে, ক্রোধবশে, ঝগড়াঝাটি করে উত্তেজনা বশে, ঋতুমতী বা গর্ভবতী অবস্থায় ত্বালাক্ব কিংবা একত্রে উত্তেজনা ও আবেগে তিন ত্বালাক্ব দিয়ে তৎক্ষণাত আর একজনের সাথে বিবাহ দিয়ে তারপর ঐ দিনেই তার ত্বালাক্ব নিয়ে তাহলীল করে পুনরায় সে স্ত্রী গ্রহণ এবংবিধ যাবতীয় বেশরা ও ত্বালাক্ব নামের যাবতীয় বাহনা সম্পূর্ণ নাজায়িয, অবৈধ এবং মারাত্মক নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অপরাধ। আল কুরআন যেমন বলছে :

“এ ত্বালাক্ব দু’বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে নয় সদয়ভাবে মুক্ত করবে।” (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ২২৯)

এ আয়াত এবং এর পূর্বের এ সূরার ২২৫-২২৮ এবং পরের ২৩০-২৩২ আয়াত এবং সূরাহ্ ত্বালাক্বে ১-৭ আয়াত পর্যন্ত ত্বালাক্ব ইদ্দত এবং এর করণীয় যা তা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এটাই আসমানী ফয়সালা যমীনের মানুষের জন্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার অমীয় বাণী দ্বারা বিশদভাবে ত্বালাক্ব সম্বন্ধে বলেছেন, যেখানে এক বৈঠকে তিন ত্বালাক্ব এবং হিলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ সকল আসমানী ফয়সালাকে উপেক্ষা ও ইনকার করে ফাতওয়ায়ে আলমগীর ত্বালাক্ব অধ্যায়ে অনূন্য ৮৩১ কিসিমের ত্বালাক্বের মাসআলাহ্ প্রদান করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ফাতওয়ায়ে আলমগীর বাংলা ২য় খন্ডে এসব মাসআলা বিদ্যমান। এই ফাতওয়ায়ে আলমগীর মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৬৩ সালে ৭০০ উলামায়ে কিরাম দ্বারা গঠিত সম্পাদনা বোর্ডের ৮ বছর পরিশ্রম করে ৬ খণ্ডে সংকলন করেন। এ ফাতওয়ায়ে আলমগীর হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও বিশ্বনন্দিত। এ গ্রন্থ হতে নিম্নে ত্বালাক্বের মাত্র ক’টি মাসআলাহ্ আলোচিত হলো যা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সম্পূর্ণ খিলাফ।

১। কোন ব্যক্তি এক মহিলাকে বলল আমি যতবার তোমাকে বিবাহ্ করব ততবার তুমি ত্বালাক্ব। এ কথা বলার পর সে একই দিনে তাকে তিনবার বিবাহ্ করল এবং প্রত্যেকবার সহবাস করল। তবে এ মহিলার উপর দু’ ত্বালাক্ব পতিত হবে। **(ফাতওয়ায়ে আলমগীর- ২য় খন্ড, ইঃ ফাঃ বাং, পৃঃ ১৬৬)**

২। যদি স্বামী বলে যে, যখনই আমি তোমাকে বিবাহ্ করব তখনই তোমার প্রতি বায়িন ত্বালাক্ব। তারপর সে যদি তাকে তিনবার বিবাহ্ করে এবং প্রত্যেকবার তার সাথে সহবাস করে তবে তার প্রতি তিন ত্বালাক্ব বায়িন হবে। (ঐ- পৃঃ ১৬৭)

৩। গর্ভবতী মহিলাকে সহবাসের পর ত্বালাক্ব দেয়া জায়িয। (ঐ- পৃঃ ২৩৯)

৪। ঋতুবতী মহিলা যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তাকে যদি তার স্বামী বলে সুন্নাহ্ মুতাবিক তোমাকে তিন ত্বালাক্ব। তবে তৎক্ষণাৎ তার উপর এক ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৩৯)

৫। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি এক মহিলাকে ত্বালাক্ব দিলাম অথবা বলল এক মহিলাকে ত্বালাক্ব। তারপর বলল আমি আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলিনি তবে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। (ঐ পৃঃ ২৫৯)

৬। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তোমার দেহের উর্ধ্ব অংশের উপর এক ত্বালাক্ব এবং নিম্নাংশের উপর দু' ত্বালাক্ব। তবে এক্ষেত্রে তিন ত্বালাক্বই পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৬৫)

৭। যদি কারো চার স্ত্রী থাকে এবং সে তাদের সকলকে বলে তোমাদেরকে তিন ত্বালাক্ব তবে তাদের প্রত্যেকের উপর তিন ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৬৭)

৮। যদি কারো চার স্ত্রী থাকে এবং তাদের একজনকে বলে, তোমাকে, দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে তোমাকে, ৩য় স্ত্রীকে বলে তোমাকে, এরপর ৪র্থ স্ত্রীকে বলে তারপর তোমাকে ত্বালাক্ব, তবে শুধুমাত্র ৪র্থ স্ত্রীর উপর ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৭০)

৯। যদি কেউ নিজ স্ত্রী এবং অপর এক অপরিচিতা মহিলাকে বলে, তোমাদের একজনকে এক ত্বালাক্ব এবং অপর জনকে তিন ত্বালাক্ব। তবে তার স্ত্রীর উপর এক ত্বালাক্ব হবে। (ঐ- পৃঃ ২৭৩)

১০। যদি কেউ তার চার স্ত্রীর কোন একজনকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করে তারপর কাকে ত্বালাক্ব দিয়েছে এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং কেউ ত্বালাক্ব প্রাপ্ত স্বীকার না করে তবে ঐ স্বামী তার কোন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। (ঐ- পৃঃ ২৭৬)

১১। কেউ যদি বলে তোমাকে এখান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ত্বালাক্ব এতে এক ত্বালাক্ব রাজঈ পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৭৯)

১২। কেউ যদি বলে তুমি মাক্কায় ত্বালাক্ব সে যেখানেই থাকুক তার উপর তৎক্ষণাৎ ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৭৯)

১৩। যদি কোন ব্যক্তি বৃহস্পতিবার তার স্ত্রীকে বলে তোমাকে বৃহস্পতিবার দিন ত্বালাক্ব তাহলে এ বৃহস্পতিবার দিনেই ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৮১)

১৪। যদি বলে, যখন তোমাকে আমি বিবাহ করব তখন তোমাকে ত্বালাক্ব। আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে অথবা যদি বলে তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে যখন তোমাকে আমি বিবাহ করব তখন তোমাকে ত্বালাক্ব। তখন সাথে সাথে ত্বালাক্ব পতিত হবে।

১৫। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে যদি আমি তোমাকে ত্বালাক্ব না দিই তাহলে তুমি ত্বালাক্ব-এরূপ তিনবার বলার পর স্বামী চুপ থাকলে স্ত্রী ত্বালাক্ব। (ঐ- পৃঃ ২৯৩)

১৬। যদি কেউ বলে তোমাকে সরিষা, শষ্য কিংবা রায়ের দানা পরিমাণ ত্বালাক্ব তাহলে ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৯৩)

১৭। যদি কেউ বলে তোমাকে বায়িন ত্বালাক্ব, অবশ্যই ত্বালাক্ব, চল্লিশ ত্বালাক্ব, শাইত্বানী ত্বালাক্ব, বিদ'আতী ত্বালাক্ব, কঠিন ত্বালাক্ব, পর্বতসম ত্বালাক্ব, মারাত্মক ত্বালাক্ব, প্রশস্ত অথবা লম্বা ত্বালাক্ব তাহলে এক ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ২৯৪)

১৮। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমার ত্বালাক্ব বিক্রি করে দিয়েছি। এরপর স্ত্রী বলল আমি তা খরিদ নিলাম। তাহলে এতেই রাজঈ ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ৩০৫)

১৯। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে আমার স্ত্রীর বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত। সুতরাং তুমি তাকে ত্বালাক্ব দাও। তারপর উকিল ব্যক্তি ঐ মজলিস থেকে উঠার আগেই যদি তাকে ত্বালাক্ব দেয় তবে ত্বালাক্ব বায়িন হবে। (ঐ- পৃঃ ৩৪৩)

২০। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যখনই আমি কোন ভাল কথা বলব। তখনই তোমাকে ত্বালাক্ব। তারপর সে **"সুবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"**।

বাক্যটি উচ্চারণ করলে তবে তার স্ত্রীর উপর এক ত্বালাক্ব পতিত হবে। আর যদি সে **"সুবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"**।

এমনভাবে বলে যে বাক্যের মধ্যে ওয়াও ব্যবহার করেনি তবে তিন ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ৩৯৬)

২১। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে তোমাকে ত্বালাক্ব যতক্ষণ না ঋতুমতী অথবা গর্ভবতী হবে অথবা কসমের অবস্থায় ঋতুমতী বা গর্ভবতী আছে তবে স্বামী কসম বাক্য উচ্চারণ করে চুপ করতেই তার উপর ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ৪০৭)

২২। এক ব্যক্তি দু' মহিলাকে যাদের সে মালিক নয়, বলল আমি যদি তোমাদেরকে বিবাহ করি তবে ত্বালাক্ব। অত:পর তাদের বিবাহ করল এবং তাদের উপর ত্বালাক্ব পতিত হলো। (ঐ- পৃঃ ৪১৬)

২৩। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ত্বালাক্ব যদি আমি অমুক মহিলার সাথে এক হাজার বার সহবাস না করি। (ঐ- পৃঃ ৪২৯)

২৪। কেউ যদি তার স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বলে, তোমাদের যার জননেন্দ্রীয় অধিক প্রশস্ত হবে তাকে ত্বালাক্ব। তাহলে তাদের মধ্যে যে হালকা পাতলা তার উপর ত্বালাক্ব পতিত হবে?

২৫। এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী মদ পান করার কারণে ভৎর্সনা করল। অতঃপর সে বলল আমি যদি স্থায়ীভাবে মদ পান ছেড়ে দেই তবে তুমি ত্বালাক্ব। (ঐ- পৃঃ ৪৪৬)

২৬। কোন এক মহিলা ঘরের কামরায় বসে কাঁদছিল। তখন তার স্বামী তার শ্বশুরকে বলল যদি আপনার কণ্যা এ কামরা থেকে বের হয়ে অন্যত্র গিয়ে না কাঁদে তবে ত্বালাক্ব। তারপর তার স্ত্রী অন্য কামরায় গিয়ে কাঁদতে লাগল। তার কান্না যদি কেউ শুনতে পায় তবে ত্বালাক্ব। (ঐ- পৃঃ ৪৫৫)

২৭। এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ্ করার ইচ্ছা করার পর ঐ মহিলার পরিবার এতে অসম্মত হয়। কারণ তার অন্য এক স্ত্রী আছে। অতঃপর সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ক্ববরস্থানে বসিয়ে রেখে এসে ঐ পরিবারে গিয়ে বলল আমার ক্ববরস্থানের স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব স্ত্রী ত্বালাক্ব। এতে তারা মনে করল তার কোন স্ত্রী জীবিত নেই। ফলে ঐ মহিলাকে বিবাহ্ দিলো। তাহ্লে বিবাহ্ সহীহ্ হবে এবং প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা হবে না। (ঐ- পৃঃ ৪৫৭)

২৮। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল আমি যদি তোমার সন্তানকে মেরে দু' টুকরা না করি তবে তোমাকে তিন ত্বালাক্ব। তারপর সন্তানকে যমীনে ফেলে মারল কিন্তু দু' টুকরা হল না তবে ঐ মহিলার উপর তিন ত্বালাক্ব হবে। (ঐ- পৃঃ ৪৬২)

২৯। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল যদি দুপুরের সময় বাজারের মধ্যে তোমার সাথে সহ্বাস না করি তবে তোমাকে ত্বালাক্ব। তবে এক্ষেত্রে কৌশল হবে : স্ত্রীকে পালকীতে বসিয়ে ঐ পালকী বাজারে নিয়ে স্বামী পালকীর মধ্যে গিয়ে স্ত্রীর সাথে সহ্বাস করবে। (ঐ- পৃঃ ৪৩১)

৩০। কোন ব্যক্তি যদি তাহ্লীলের নিয়্যাতে কোন মহিলাকে বিবাহ্ করে কিন্তু তাহ্লীলের এ কথাটি শর্ত হিসাবে উল্লেখ না করে তবে এতেও মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ্ হবে। (ঐ- পৃঃ ৫১৭)

অনূন্য ৮৩১টি ত্বালাক্বের কিসিমের মধ্যে মাত্র ৩০টি উল্লেখিত হলো। এখন সূরাহ্ আল বাক্বারার এবং সূরাহ্ আত্ ত্বালাক্বের উল্লেখিত আয়াতগুলো সামনে রেখে যদি এ ৩০টি ত্বালাক্বের বিষয় বিবেচনা করা হয় তবে একজন উম্মি নিরক্ষর বা সাধারণ মানুষের নিকট ইসলাম সম্পর্কে কি ধারণার জন্ম নেবে?

শালীনতা, পবিত্রতা, সম্ভ্রম, হায়া, লজ্জা বলে মনে হয় মুসলমানের কিছুই থাকতে নেই ত্বালাক্ব দিবার সময়? প্রতারণা, বাহ্না, প্রবঞ্চনা, সব কিছুই জায়িয হয়ে গেল? কুরআন স্পষ্ট করে যা হারাম ঘোষণা করল সে হারামকে হালাল করা

কাদের পক্ষে সম্ভব ও শোভন হয়? কুরআন যে স্পষ্ট করে বলল রাসূলের মধ্যেই তোমাদের উত্তম আদর্শ। কিন্তু ত্বালাক্ব দিবার সময় রাসূলের আদর্শকেও বেমালুম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া হলো?

তাহলে এই যে ৭০০ 'আলিমের দেয়া ফাতওয়া এবং এটাকে যদি প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেয়া হয় তবে আল কুরআন ও রাসূলকে তো মানা যাবে না? (নাউযুবিল্লাহ)। ত্বালাক্বের বিষয়ে এক কষ্ট কল্পনা ক্লেশ ক্বিয়াস করার কোন প্রকার প্রয়োজন আছে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হুবহু মানলে এত বড় কিতাবের এমন অশোভন মাসআলার কোনই প্রয়োজন নেই। এত ফিতনা-ফাসাদ আর তাফরীকের কি প্রয়োজন? মাযহাবী দলীলের মূল্য কোথায় যা সরাসরি কুরআন ও হাদীসকে আঘাত করে?

মাসআলাগুলো যেমন অবাস্তব ও অশ্লীল তেমনি উদ্ভট ও কাল্পনিক। এ গুলির ফয়সালা তো কুরআন ও হাদীসে ঐভাবে পাওয়া যাবে না যেভাবে আলমগীর হিদায়া তাতারখানিয়াতে আছে। আল কুরআন ঘোষণা করছে মু'মিন মুসলিম সর্বদা অশ্লীল ও ফাহিশা কাজ থেকে বিরত থাকবে। আল কুরআন জোরাল ভাষায় ঘোষণা করেছে তোমরা যখন মাতাল অবস্থায় থ'কো তখন সলাতের নিকটবর্তী হয়ো না। সলাতের মতো ফার্য ও অত্যাবশ্যক 'ইবাদাতেও মাতাল অবস্থায় সামিল হবার কোন সুযোগ যেমন নেই তেমনি মদ পানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ ফাতওয়ায়ে আলমগীরের একটি মাসআলাহ দেখুন এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল যখন সে কোন বাচ্চাকে দেখত তখন বলত, হে ছয় ত্বালাক্ব প্রাপ্তা মহিলার পুত্র। একদিন হঠাৎ সে নেশা অবস্থায় ছিল, তখন তার নিজ সন্তান তার সামনে আসলে সে মনে করল যে হয়ত অন্য কারো পুত্র। এরূপ ধারণা করে বলল যাও হে ছয় ত্বালাক্ব প্রাপ্তা মহিলার পুত্র। অথচ তার জানা নাই যে, এটি তারই নিজের সন্তান তাহলে তার স্ত্রীর প্রতি তিন ত্বালাক্ব পতিত হবে। (ঐ- পৃঃ ৩২৩)

কেমন জঘন্য ও অবাস্তব ও অন্যায় বিষয়টি। সে যদি এমন বাচ্চা দেখলেই ঐরূপ মন্তব্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে তাহলে কি সমাজ রেহাই দেবে এহেন অন্যায় ও এমন কুৎসিত অপবাদের জন্য? মাতাল অবস্থায় যদি অন্যের পুত্র কল্পনা করার হুশ থাকে তবে তার নিজের সন্তান চিনতে হুশ থাকল না কেন? আর যদি নাই থাকে তবে সে অন্যায় অপবাদকারী। অথচ তার নিরপরাধ স্ত্রীর ত্বালাক্ব হবে কেন? একি একটি বন্য আদিম সমাজের জংলী ব্যবস্থা নয়? এটাকে যদি ইসলাম বা শারী'আত বলতে হয় তবে জাহিলিয়াত কোনটি? ঐ বই-এর ৫৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা হলো : যে যে বস্তু বিবাহে মহর হতে

পারে সে সে বস্তু খুলার বিনিময়েও হতে পারে (হিদায়া) যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মত হয়ে শরাব, শূকর, মরা জন্তু বা রক্তকে খুলার বদলা সাব্যস্ত এবং স্বামীও তা মেনে নেয় তবে এর দ্বারা বিবাহ্ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কি জঘন্য কথা? আল্লাহ যা স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করলেন তাই যারা হালাল করে নিবার স্পর্ধা দেখায় এবং ফাতওয়া দেয় তারা কি আদৌও মুসলিম? যুগ যুগ ধরে এ ফাতওয়াগুলো কিতাবের পৃষ্ঠায় বহাল তবিয়তে থাকল কি করে? এ দেশের এত বড় বড় উলামা মাশায়েখ মুফতী আর পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও যে কিতাব হারামকে হালাল করতে পারে সে কিতাবটি কি করে একটি মাযহাবের প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হতে পারে? এদের মতলব কি? হে আল্লাহ্, এ কওমের সুবুদ্ধি দাও। এ নির্লজ্জ, এ নিষ্ঠুর নির্মম যুল্ম থেকে অন্ধ বিশ্বাসের নিগূঢ় চূর্ণ করে ইসলামের শান্তির ছায়ায় ঠাঁই নিবার তাওফীক দাও।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ফাতওয়ায়ে আলমগীর তৃতীয় খণ্ড বাংলা অনুবাদের কিছু মাসআলার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। গোলাম আযাদ করা প্রসঙ্গে :

আর যদি বলে, তুমি বয়সের দিক থেকে আযাদ, কিংবা বলে তুমি সৌন্দর্যের দিক থেকে আযাদ কিংবা বলে তোমার চেহারায় সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবের দিক থেকে আযাদ তাহলে আযাদ হবে না। আর যদি বলে তুমি স্বভাবজাত আযাদ অর্থাৎ- তোমার চরিত্রের দিক থেকে- তাহলে আযাদ হবে না।

(মুহিত : সারাখসী)

আজনাস গ্রন্থে আছে, মনিব যদি (গোলামকে) বলে, হে স্বভাবজাত আযাদ। তাহলে আইনগতভাবে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

(গায়াতুল বায়ান, ফাতওয়ায়ে আলমগীর- পৃঃ ২৮)

এখানে দু'খানি ফিকাহ গ্রন্থের দু' ধরনের অর্থাৎ- পরস্পর বিরোধী ফাতওয়া।

অথচ বুখারীর মশহুর হাদীস-মনের সংকল্পের উপর কাজটি নির্ভর করবে। যে যেমন নিয়্যাত করবে তার 'আমালটিই তাই হবে।

আর আল্লাহ্ বলেন : হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করো না তা তোমারা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। **(সূরাহ্ আস্ সা-ফ্ফা-ত : ২-৩)**

২। যদি ইত্ক (আযাদী)-কে শরীরে এমন কোন অঙ্গ বিশেষের সাথে সম্পর্কিত করে, যে অঙ্গের দ্বারা গোটা সত্ত্বাকে বুঝোনো হয়। যেমন- কেউ বলল, তোমার মস্তক আযাদ কিংবা তোমার গর্দান আযাদ অথবা জিহ্বা তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি শরীরের এমন অঙ্গবিশেষের সাথে

সম্পর্কিত করে যার দ্বারা সাধারণত: গোটা সত্ত্বাকে বুঝায় না। (যেমন বলল তোমার হাটু, বা নাক বা কান বা চুল বা রান বা চরণ বা হাত ইত্যাদি আযাদ) তাহলে আযাদ হবে না। (মুহীত: সারাখসী)

বিষয়টি কেমন হলো? জিহ্বা দ্বারা শরীরের গোটা সত্তাকে বুঝায় (যদিও তা না) তবে হাত, পা, নাক, কান এটা বুঝাবে না কেন? আবার লজ্জাস্থান কি গোটা শরীরের সমস্তটাকে বুঝায়? আর লজ্জাস্থান কি পুরুষাঙ্গটাকে বুঝায় না? গোলাম ও বাদীর লজ্জাস্থানটাকে আযাদ বললে আযাদ হবে আর পুরুষাঙ্গ বললে আযাদ হবে না এটা কেমন মাসআলাহ্ হলো?

আর হায়া লজ্জাশরম বলে কিছু নেই নাকি? লজ্জাস্থান বা পুরুষাঙ্গের কথা বলার হেতু কি?

৩। কোন ব্যক্তি বলল যে, বলখবাসীদের গোলাম আযাদ কিংবা বলল, বাগদাদবাসীদের গোলামরা আযাদ; কিন্তু সে তার গোলামের নিয়্যাত করেনি। অথচ বলল, বাগদাদের একজন অধিবাসী। অথবা বলল, বলখবাসীদের প্রত্যেক গোলাম আযাদ বা বাগদাদবাসীদের প্রত্যেক গোলাম আযাদ কিংবা পৃথিবীর প্রত্যেক গোলাম আযাদ কিংবা দুনিয়ার প্রত্যেক গোলাম আযাদ। এ সকল ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ্:)-এর মতে গোলাম আযাদ হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (রহ্:)-এর মতে আযাদ হয়ে যাবে। (ঐ- পৃ: ২৯-৩০)

এখন কথা হলো : যার অধিকারে যে জিনিষ নেই সে জিনিষ কি দান করতে সে পারে? নিশ্চয় না। পৃথিবীর সব গোলাম কি তার? না পৃথিবীর মালিক? আবার দু' ইমামদের মধ্যে মত পার্থক্য। সে নিজের গোলামকে আযাদ করার নিয়্যাত না করে পৃথিবীর গোলাম আযাদের ঘোষণা দিচ্ছে। এটা কি নিছক এক পাগলের প্রলাপ নয়? এর নাম কি ফিক্হ্?

৪। কেউ যদি তার গোলামকে বলে 'এ আমার পিতা-অথচ বয়সের দিক থেকে তার সমবয়সীরা তার মতো লোকের পিতা হতে পারে না– তাহলে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর মতানুযায়ী উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম হাম্মদ (রহ্:)-এর মতে আযাদ হবে না।(ঐ- পৃ: ৩৪)

৫। কেউ যদি অন্যের গোলামকে বলে, "এ ব্যাভিচার সূত্রে আমার পুত্র' এরপর সে তকে ক্রয় করে নিলো, তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু তার বংশ সম্পর্ক মনিবের সাথে সাব্যস্ত হবে না। (ঐ- পৃ: ৩৫)

৬। যদি তার গোলামকে বলে, 'হে আমার প্রিয় পুত্র'। অথবা বাঁদীকে বলে, আমার প্রিয় কন্যা।' তাহলে আযাদীর নিয়্যাত করা সত্ত্বেও আযাদ হবে না। (ঐ- পৃ: ৩৫)

অদ্ভুত ফাতওয়া! এমন বহু বিস্ময়কর ফাতওয়া এ কিতাবের এ অধ্যায়ে বিদ্যমান।

কসম সম্পর্কিত বিষয়

৭। ইমাম আবূ বক্‌র (রহ্:)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, এ মদ আমার জন্য হারাম। এরপর সে তা পান করে, তবে তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ্:)-এর মাঝে মতভেদ রয়েছে। একজনের মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে ও অন্যজনের মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ১৬৮)

বিষয়টি গুরুতর নয় কি? আল কুরআন যেখানে মদকে হারাম করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে যাবতীয় নেশা উদ্রেক জিনিষ পান হারাম করলেন, সেখানে এ বিষয়ে কসমের যেমন প্রশ্নই আসে না তেমনি মতভেদের কোন স্থান থাকে কি?

৮। কেউ যদি বলে, আমি ত্বালাক্বের শপথ করে বলছি যে, আমি মদ পান করব না এরপর সে মদ পান করল, তাহলে তার স্ত্রী ত্বালাক্বপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। (ঐ- পৃঃ ১৭১)

এর থেকে দুঃখজনক আর কি হতে পারে? ত্বালাক্ব একটি ঘৃণিত কাজ আর মদপানও হারাম ও নিন্দিত কাজ। সে সে দু'টি কাজের মধ্যে নিপতিত হলো কিভাবে? সে অপরাধমূলক কাজের শপথের জন্য দোষী এবং মদপানের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধী, তবে তার নিরপরাধ স্ত্রীর কেন ত্বালাক্ব হবে? এটা কি কুরাআন ও হাদীস বিরোধী কাজ নয়?

৯। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার খেজুর কি পরিমাণ খেয়েছ? সে বলল, পাচঁটি খেয়েছি এবং এ ব্যাপারে সে শপথও করল। অথচ সে খেজুর খেয়েছে দশটি তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না এবং সে মিথ্যাবাদীও হবে না।

অনুরূপভাবে কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলল এ গোলাম তুমি কত টাকা দিয়ে খরিদ করেছ? সে বলল একশ টাকা দিয়ে। অথচ সে খরিদ করেছে দু'শ টাকার বিনিময়ে। এতে উক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে না। (ঐ- পৃঃ ১৭৭)

মিথ্যা কসম আর মিথ্যা বললে যদি মিথ্যাবাদী না হয় তবে ফিকাহ্ শাস্ত্রে সত্য বলতে কি কিছুই নেই? কুরআন ও হাদীস একেবারে বেমালুম ভুলে যেতে হবে নাকি? এসব কি ধোকা আর প্রতারণা নয়? এ সবই জায়িয হয়ে গেল ফিকাহ্‌র কিতাবের বদৌলতে?

মানত সম্পর্কিত বিষয়

১০। কেউ যদি গুনাহের কাজের ব্যাপারে মানত করে তবে তার উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য। কেউ যদি তার সন্তানকে যবেহ্ করার মানত করে তবে সূক্ষ্ম ক্বিয়াসের দৃষ্টিতে তার উপর বকরী যবেহ্ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি নিজের সন্তানকে কতল করার মানত করে তবে তার মানত সহীহ্ হবে না। কেউ যদি গোলাম যবেহ্ করার মানত করে তবে ইমাম মুহাম্মাদের মতে তার মানত সহীহ্ হবে। কিন্তু শায়খাইনের মতে তার মানত সহীহ্ হবে না। (ঐ- পৃঃ ১৮৮)

এ ফাতওয়াতে যবেহ্ ও কতলের মধ্যে কেন যে পার্থক্য করা হয়েছে তা বোধগম্য নয়। সন্তানকে যবেহ্ এর মানত যদি বকরী দ্বারা পূরণ করা হয় তবে গোলামকে যবেহ্র মানত বকরী দ্বারা না হবার কারণ কী? আর এ মানত তো আদৌও পূরণযোগ্য নয়। কারণ বিচারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত না হলে, তার প্রাণদণ্ড দেয়া যায় না। সে পুত্র বা গোলাম বা যে কেউ হোক না কেন?

আমরা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীসের নিকট আমাদের সমস্যার সমাধান চাই না কেন? কুরআনের হুশিয়ারী 'দোষী' ও দন্ডযোগ্য অপরাধীকে বিচারের মাধ্যমে সাব্যস্থ না হলে কতল করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মানতের অর্থাৎ- অবৈধ মানতের একটি বিষয় উপস্থাপিত হলে তিনি কি করেছিলেন বা বলেছিলেন। **(বুখারী- ১০ম খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, শপথ ও মানত অধ্যায়, বাংলা অনুবাদ, পৃঃ ১৩৬, হাঃ ৬১৩৪)**

ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ খুৎবাহ্ প্রদান করছিলেন। এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখে তার সম্পর্কে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। লোকেরা বলল : যে এ লোকটির নাম আবূ ইসরা'ঈল। সে মানত করেছে যে সে দাঁড়িয়ে থাকবে আর বসবে না। ছায়াতেও যাবে না, আর কারো সাথে কথাও বলবে না এবং সাওম পালন করবে। নাবী ﷺ বললেন, লোকটিকে বলে দাও সে যেন কথা বলে, ছায়াতে যায়। যেন বসে এবং তার সাওম সমাপ্ত করে।

তাহলে এ সহীহ্ হাদীসটি কি আমাদের মানত বা কসমের মানদণ্ড হতে পারে না? অন্যায়, অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক কিংবা অসম্ভব অথবা ক্ষমতার বাইরে বা নিন্দিত ও ঘৃণিত বিষয়ে কোন শপথ বা মানত হতে পারে না।

এ ফাতওয়ায়ে আলমগীর ৩য় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'কসম করা' বিষয়ে মাসআলাহ (২) পৃঃ ১৯৫ মাসআলাহ (৩) পৃঃ ১৯৬ ঐ একই ধরণের অযৌক্তিক বিষয়ে কসম করার বিষয় উল্লেখিত।

১১। এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি এ বছর এ গ্রামে বাস করি তবে আমার স্ত্রীর এই হবে। তারপর সে একদিন কম বছরের অবশিষ্ট সময় সেখানে অবস্থান করেছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ২১৩)

তার স্ত্রীর কি হবে– তা উল্লেখ করা হলো না। তাহলে? পুরা বছরের মাত্র ১ দিন কম সে থাকলে অথচ তার কসম ঠিক থাকল। কেননা মাত্র ১ দিন কম। বাহনা কত প্রকার হতে পারে! ২০০৩ সালের শেষ দিনটি ৩১ ডিসেম্বর। ৩১ ডিসেম্বর একটি লোক যদি খুলনায় না থাকে তবে তার এ বছর খুলনা থাকা হলো না?

১২। কেউ কসম করে বলল যে, সে এ রুটি খাবে না। তারপর সে শুকিয়ে গুড়া করে তাতে পানি ঢেলে তা পান করে নিল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু রুটি যদি পানিতে ভিজিয়ে খায় তবে কি কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(খুলসা; ঐ- পৃঃ ২২৬-৭)

১৩। কোন ব্যক্তি কসম করল যে সে তরমুজ খাবে না। তারপর ছোট কাঁচা তরমুজ ভক্ষণ করল তাহলে ফকিহদের মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

(ঐ- পৃঃ ২২৮)

১৪। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এ গম খাবে না। তারপর এ গম জমিতে বপন করার পর এর থেকে উৎপাদিত ফসল যদি সে ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ২৩৭)

এখানে ১২ নং মাসআলাহ ও ১৪ নং পাশাপাশি রাখলে কি দাঁড়ায়?

১৫। রামাযান মাসে কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, রাতের খানা খাবে না। তারপর সে অর্ধরাত অতিক্রম হওয়ারপর কিছু ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (পৃঃ ২৫০)

অর্ধরাতের পর কি সকাল হয়ে যায়? না তখন রাত থাকে না?

১৬। কোন ব্যক্তি বলল, যদি আমি (পোশাক) পরিধান করি, বা খাই বা পান করি তবে আমার স্ত্রী ত্বালাক্ব। তারপর সে বলল এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সব ধরণের খাদ্য নয়, বরং বিশেষ ধরণের খাদ্য তাহলে আইনের দৃষ্টিতে এবং কোনভাবেই তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। এটাই সহীহ মত। (পৃঃ ২৫২)

এ কসমটিও গ্রহণযোগ্য বা কসমযোগ্য নয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীস মুতাবিক।

১৭। কেউ কসম করে বলল, আমি যদি নেশা জাতীয় কোন বস্তুপান করি তবে আমার স্ত্রী ত্বালাক্ব। তারপর তার গলার ভেতর এ জাতীয় বস্তু ঢালা হলো এবং তা পেটের ভেতর চলে গেল। এ পর্যায়ে ফকিহ্গণ বলেন, যদি এ নেশা জাতীয় বস্তু তার কোন চেষ্টা ছাড়াই পেটের ভেতর ঢুকে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ২৫৫)

এখন কথা হলো– সে হারাম জিনিষের মানত নিকৃষ্ট জিনিষের মাধ্যমে করেছে তা বাতিল। তারপর ঐ হারাম তার গলার মধ্যে কে ঢুকাল বা কেন ঢুকাল? এ সবই বাতিল ক্বিয়াস। যার স্থান শারী'আতে নেই।

১৮। অনুরূপ হারাম বস্তুর মানত বা কসম সম্পর্কিত বহু ফাতওয়া এ কিতাবে বিদ্যমান। ২৫৬ নং পৃষ্ঠায় ৫৩ নং মাসআলাহ্ ও ৫৪ নং এবং ২৬১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একই ধরনের কথা বিদ্যমান। ২৬৭ নং পৃষ্ঠার ১০ নং মাসআলাহ্ ২৬৮ নং পৃষ্ঠার ১২ নং মাসআলাহ্ ২৮৯ পৃষ্ঠার ৪৮ নং মাসআলাহ্ ২৯৬ পৃষ্ঠার ৪ নং মাসআলাগুলো অনুরূপ বিভ্রান্তিকর।

১৯। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার স্ত্রীর জন্য কোন কাপড় খরিদ করবে না। তারপর তার জন্য ওড়না খরিদ করল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ৩০৬)

২০। কেউ কসম করল যে সে গোশত খরিদ করবে না। তারপর সে মাথা খরিদ করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ৩০৭)

১৯ নং ও ২০ নং এ দেখা যাচ্ছে যে ওড়নাও কাপড়ের মধ্যে নয় আর মাথার গোশ্তও গোশ্তের মধ্যে নয়। বাহ! কি অদ্ভুত ক্বিয়াস!

২১। কেউ যদি শপথ করে বলে যে সে হাজ্জ করবে না তাহলে এ প্রতিজ্ঞা সহীহ্ হাজ্জের উপর প্রযোজ্য হবে– (ঐ- পৃঃ ৩২০)। কি সাংঘাতিক কথা!

২২। কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে সে সলাত আদায় করবে না। তারপর সে ফাসিদ তরীকায় সলাত আদায় করল যেমন তাহারাত ব্যতীত তাহলে সূক্ষ্ম ক্বিয়াসের দৃষ্টিতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ৩২১)

হজ্জ ও সলাত ইসলামের মৌলিক বিষয়। একজন মুসলমান হয়ে এসব বিষয়ের উপর 'আমাল না করার কসম করে কোন উদ্দেশ্যে সে কি সত্যিই মুসলিম? না মুনাফিক্ব?

২৩। ঠিক অনুরূপ জঘন্য প্রতিজ্ঞার কথা ৩২০ পৃষ্ঠা হতে ৩২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচিত।

২৪। কোন মহিলা প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অলংকার পরিধান করবে না। তারপর সে রৌপ্যের আংটি পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ৩৩৭)

বিষয়টি কি সাংঘাতিক নয়?

আল কুরআন বলেছে– নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি-মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান : ১৪)

এখানে কেবল স্বর্ণকে বলা হয়নি রৌপ্যও বলা হয়েছে। স্বর্ণের অলংকার যেমন হয়– রৌপ্যের কি অংলকার হয় না? যাকাতের বেলায় কি কেবল স্বর্ণ ধরা হবে আর রৌপ্য ধরা হবে না? আল কুরআন আর নাবী রাসূলের কানুন উপেক্ষা করে যে মাসআলাহ্ তা কি মুসলিমরা মানতে পারে?

২৫। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি আজ তোমাকে প্রহার না করি তবে তুমি ত্বালাক্ব। এরপর স্বামী তাকে মারতে চাইল তখন মহিলা বলল, যদি তোমার শরীরের অঙ্গ আমার কোন অঙ্গের সাথে স্পর্শিত হয় তাহলে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তার গায়ে হাত দেয়া ব্যতিরেকে লাঠি দ্বারা তাকে প্রহার করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ৩৪১)

ত্বালাক্ব বিষয়টি এত সস্তা ব্যবহার কেন? মাযহাবী ভাইয়েরা কথায় কথায় ত্বালাক্ব ব্যবহারে এত উৎসাহী কেন? যে বিষয়টি সত্যিই না পছন্দ ও ঘৃণিত তাকে নিয়ে এত মানত, প্রতিজ্ঞা ও কসম কেন? হাত দিয়ে মারলে মারা হবে আর লাঠি দিয়ে মারলে মারা হবে না? এ ক্বিয়াস কেন প্রয়োজন? হেঁটে গেলে যাওয়া হবে আর যানবাহনে গেলে যাওয়া হবে না এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

ঠিক এমন বাহনামূলক মাসআলাহ্ এ কিতাবের ৩৩৮ হতে ৩৫০ পর্যন্ত অনেকগুলো বিদ্যমান।

২৬। এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে হারাম কাজ করবে না। তারপর সে ফাসিদ তরীকায় বিবাহ করলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে যৌনাচার করলেও তা ভঙ্গ হবে না। (ঐ- পৃঃ ৩৬৫)

এমন জঘন্য পাপচারকে কেউ যদি বরদাশত করে? এর নাম যদি মাসআলাহ্ হয় আর যে কিতাবে এমন মাসআলাহ্ লেখা হয় আর সে কিতাবকে যদি বলা হয় হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য কিতাব তাহলে সে মাযহাব ও কিতাবের কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা থাকে? ভেবে দেখবেন কি?

যিনার দণ্ডবিধি প্রসঙ্গে

২৭। কোন বালক বা পাগল যদি জ্ঞানবান মহিলার সাথে সঙ্গম করে এবং সে মহিলা যদি স্বেচ্ছায় তাকে এ কাজের সুযোগ দান করে তবে বালক ও পাগলের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে কিনা এ সম্বন্ধে উয়ালামায়ে কিরামের অভিমত হলো তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। যদি মহিলা ঘুমন্ত কোন পুরুষকে নিজের সাথে যিনা করার সুযোগ প্রদান করে তাহলে তাদের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। (ঐ- পৃঃ ৩৯৬)

এ যদি ফাতওয়া হয় তবে ব্যভিচার ও যিনার জন্য কোন সরকারী লাইসেন্স লাগবে না। এ ফাতওয়ার লাইসেন্সটিই যথেষ্ট। একজন সুস্থ বুদ্ধিমান মানুষ কি এ জঘন্য ব্যভিচার ও যিনাকে মেনে নিবে? না এটাকে উৎসাহিত করবে? এ যদি ফাতওয়া হয় সে ফাতওয়া কোন মানুষের জন্য নয়। বলা হলো জ্ঞানবান মহিলা। যদি তার জ্ঞান থাকে তবে কেন সে বালক বা পাগলের দ্বারা ঐ কাজ করাবে? জ্ঞানের সাথে যদি করায় তবে তার শাস্তি মওকুফ করার সাহস দেখানোর পরিণাম কি? অর্থাৎ- কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে ব্যভিচারকে উৎসাহিত করা কি মানুষের কাজ? ঘুমন্ত পুরুষের সাথে মহিলার যিনা করার কি কোন সুযোগ থাকে? ঐ কাজে তার ঘুম ভাঙ্গে না? আসলে এটাকে পশু সুলভ আচরণ ভিন্ন আর কিছু ভাবা যায় না।

মদ্যপানের দণ্ডের বিবরণ প্রসঙ্গে

২৮। ভাং খেয়ে কেউ যদি মাতাল হয়ে যায় তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে কিনা এ সমন্ধে ফকিহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধমতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। মদ ছাড়া অন্যান্য মাদকদ্রব্য বা খেজুর, আঙুর বা কিসমিস থেকে তৈরী করা হয় কেউ যদি তা পান করে মাতাল হয়ে যায় তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। (ঐ- পৃঃ ৪২০)

২৯। কেউ যদি মদের গাদ বা তলানী পান করে তবে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। (ঐ- পৃঃ ৪২১)

নেশাজাতীয় পানীয় ইসলামে যে হারাম তাও কি নতুনভাবে বলার অপেক্ষা রাখে? বুখারীর ৯ম খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১৭৫ হতে ১৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হাদীস নং ৫০৬৬ থেকে ৫০৯৫ পর্যন্ত হাদীসগুলোতে মহানাবী ﷺ মদ হারাম এবং খেজুর আঙুর কিসমিস গম যব মধু প্রভৃতি দ্রব্য হতে তৈরী মদ হারাম এবং মদের পাত্র ব্যবহার ও নিষিদ্ধ আর প্রত্যেক নেশা উদ্রেক পানীয় হারাম সে বিষয়ে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসগুলো কি 'আমালে আনা চলবে না? এ এগুলো 'আমাল করলে নেশা জাতীয় পানীয় পান করা যাবে না তাই ঐ সব হাদীস বিরুদ্ধ ফাতওয়া দেয়া হলো? যে মদ খায় তার শাস্তি আল্লাহ ও তার রাসূল মওকুফ করলেন না অথচ এ কিতাবে তা মওকুফ করা হলো। কারণ কি? মদপানের শাস্তি জুতাপেটা ও চল্লিশটি বেত্রাঘাত যা বুখারীর ১০ম খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, বাংলা অনুবাদ ১৭৮-১৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হাদীস নং ৬২০৩ থেকে ৬২১১ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে তাও কি ভুলে যেতে হবে?

মাদক জাতীয় পানীয় যদি পান করা যায় আর তার শাস্তি না হয় তবে এমন লাইসেন্স প্রদানকারীর দলে তো দুষ্কৃতিকারীরা, সন্ত্রাসী ও অনৈতিক মানুষগুলো ভীড় করবে এবং সুশীল সমাজকে বন্য সমাজে পরিণত করবে। হে আল্লাহ! এদের এহেন ফাতওয়া থেকে দেশ জাতি ও ক্বওমকে মাহফুজ রাখুন।

চুরির অপরাধ বিষয়ে

৩০। চুরি দিনের বেলায় হলে গোপনীয়তার বিষয়টি (চুরি কার্যের) শুরু এবং শেষে উভয় প্রান্তে বিবেচ্য। পক্ষান্তরে রাতের বেলায় হলে তা শুধু শুরুতে বিবেচ্য। **(নাহরুল ফাইক)**

সুতরাং কেউ যদি রাতে গোপনে সিঁদ কেটে ঘরে প্রবেশ করার পর মালিক টের পেয়ে চোরকে বাধা প্রদান করে, আর সে অস্ত্র প্রদর্শণ করে এবং হামলা করে মাল নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কিন্তু এ ঘটনা দিনের বেলায় হলে তার হস্ত কর্তন করা যাবে না। **(মুহীত : সারাখসী; ঐ- পৃঃ ৪৪৭)**

৩১। চুরির সর্বনিম্ন (হস্তকর্তন সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে) নিসাব হলো উন্নত মানের সাত মিসকালের ওজনের হিসাবে টাকশালের তৈরী দশ দিরহাম।

(ঐ- পৃঃ ৪৪৭)

৩২। কেউ যদি দশ দিরহামের মূল্য মানের খেজুর গাছ বা অন্য গাছ স্বমূলে বাগান হতে তুলে নিয়ে যায় তবে তার হাত কাটা যাবে না। (ঐ- পৃঃ ৪৬০)

৩৩। কুরআন মাজিদ চুরিতে হস্তকর্তন নেই। যদি তা এক হাজার মূল্যমানের অলংকার দ্বারাও সজ্জিত থাকে। (ঐ- পৃঃ ৪৬২)

৩৪। এমন বড় গোলাম যে ভালমন্দ বুঝে এবং মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। (ঐ- পৃঃ ৪৬২)

৩৫। কেউ যদি টানানো অবস্থায় শামিয়ানা (তাবু) চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে। কিন্তু পেঁচানো অবস্থায় করলে হাত কাটা হবে না। (ঐ- পৃঃ ৪৬৪)

স্বাধীন বালককে চুরি করলে হস্তকর্তন হবে না। (ঐ- পৃঃ ৪৬৪)

৩৬। গণিমাতের মাল এবং মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে চুরি করলে হস্তকর্তন নেই। (ঐ- পৃঃ ৪৬৫)

৩৭। ঐ মাল চুরিতে হস্তকর্তন নেই যে মালে চোরের অংশ আছে।

(ঐ- পৃঃ ৪৬৫)

৩৮। এক চোর একটি গাধা সহ কোন ঘরে প্রবেশ করে কাপড়-চোপড় একত্রিত করে উক্ত গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল। এরপর সে ঘর থেকে চলে নিজ বাড়ীতে গেল এবং গাধাটিও তার বাড়ীতে পৌঁছে গেল। তাহলে তার হস্তকর্তন হবে না। (ঐ- পৃঃ ৪৭০)

৩৯। কেউ যদি আস্তিনের (বা কোমরের) বাইরের ঝুলে থাকা থলে কেটে নিয়ে নেয় তাহলে তার হস্তকর্তন হবে না। তবে যদি আস্তিনের বা কোমরের বা পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে থলে কেটে দিরহামসমূহ নিয়ে নেয় তবে হস্ত কর্তন হবে। (ঐ- পৃঃ ৪৭১)

অনুরূপভাবে যদি বাজারে কোন দোকানের দরজা খুলে মাল নিয়ে যায় তাহলে তার হস্তকর্তন হবে না। (ঐ- পৃঃ ৪৭১)

এমন লাইসেন্স বা ফাতওয়া দিলে তো ভাল মানুষও চোর হয়ে যাবে। কেননা এসব ক্ষেত্রে যখন শাস্তি নেই তখন কাজ করে খেটে উপার্জন করা হতে এমনভাবে চুরি করা বেশী লাভজনক। অথচ বুখারী দিনারের ১/৩ অংশ কিংবা তিন দিরহাম সমমূল্যের বস্তু চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে বলে উল্লেখিত।

(বুখারী- ১০ম খণ্ড, ইঃ ফাঃ বাং, বাংলা অনুবাদ, শারী'আতে শাস্তি বা কিতাবুল হুদুদ, পৃঃ ১৮২ থেকে ১৮৭ পর্যন্ত, হাঃ ৬২১৫ থেকে ৬২৩২ পর্যন্ত)

একটি ঢাল চুরির জন্যও রাসূলুল্লাহ ﷺ চোরের হাত কেটে দিয়েছেন আর গাধার পিঠে চড়ে চুরি করে কাপড় চোপড় বোঝাই করে চোর নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাবার পরও তার হাত কাটা যাবে না? বাজারের দোকানে দরজা খুলে মাল নিয়ে গেলেও যখন চোরের হাত কাটা হবে না– তখন সাধারণ মানুষের মালের নিরাপত্তা থাকবে না এবং চোরের নিরাপত্তা যথেষ্ট থাকায় চোরের সমাজ কায়িম হবে– যদি এ ফাতওয়া 'আমাল কোন মাযহাব করে। এটাই নাকি হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ।

৪০। কোন মুসলিম ব্যক্তির যদি যিম্মী স্ত্রী থকে, তাহলে সে তাকে মদপান করতে নিষেধ করতে পারবে না। কেননা এটি তার নিকট হালাল।

(ঐ- পৃঃ ৬৪৫)

মুসলিম ব্যক্তির যিম্মী বা অমুসলিম স্ত্রী থাকবে কোন শারী'আতের বলে? ঐ মুসলিম কি আল্লাহর কুরআনকে বিশ্বাস করে না? কুরআনের হুকুম শুধু মানে না বরং অস্বীকার করে। সে তো মুসলিমই নয়। কেননা আল কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে : "মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও"– **(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ২২১)**।

অনুরূপভাবে মদ পান যে হারাম তাও সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ২১৯ এবং সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ : ৯০ ও ৯১ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত। ঐ মুসলিম কুরআনের এমন হারাম কাজে কেমনভাবে লিপ্ত হতে পারে? আর এভাবে ফাতওয়া দেয়া হবে যে ঐ অমুসলিম মদ পান করবে তার নিকট হালাল তাই আর তার স্বামী এমন বেকুফ যে ঐ হারাম কাজটির বাধা দিতে পারবে না। আর উভয়ে সহবাসের ফলে জানাবাতের গোসলও তাকে করতে বলতে পারবে না। যেহেতু তার স্ত্রীর জন্য সেটা ওয়াজিব নয়। এমন নকশার স্বামী-স্ত্রীর সংসার মুসলিমদের মধ্যে থাকতে পারে কি? যদি থাকে তাহলে তাদের সন্তানরা কার অনুসারী হবে? মায়ের না বাপের? ঐ সন্তানের মৃতদেহ কি কবরে যাবে না অন্য

কোথাও? এমন জগা খিচুড়ী সমাজ কোন ধর্মে থাকতে পারে না। ইসলাম তো নয়ই।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করা ভাল। তাহ্‌ল যিম্মী কারা? ইসলামী হুকুমতে যে সব খ্রিস্টান, ইহুদী বা সাবেঈ তাদের স্ব স্ব ধর্মে অটল থাকে এবং মুসলিম সরকারের সাথে নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। এরা মুলতঃ আহ্‌লে কিতাব হ্‌লেও এদের বিশ্বাস ও কর্ম শির্‌ক ও বিদআতযুক্ত। এরা কেউ দ্বৈতবাদী, কেউ ত্রিতত্ত্ববাদী, কেউ প্রকৃতি পূজারী আবার কেউ অগ্নি পূজক। তাই এরা আদৌও তাওহীদবাদী নয় বরং মুশরিক। ফলে এদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে আল-কুরআন নিষিদ্ধ করেছে উল্লেখিত আয়াতে।

এ তিন খণ্ডের ফাতওয়ায়ে আলমগীরে কয়েক হাজার ফাতওয়া আছে। যার অনেকটাই হানাফী ভাই কেন কেউ মানতে পারেন না। মাত্র কয়েকটি মাসআলার উল্লেখ করা হলো এ ছোট্ট পুস্তিকায়। এতেই একটা পরিষ্কার ধারণা জন্ম নিবে এ কিতাবের সব মাসআলাগুলো কিতাবের ভূমিকায় যা এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়েছে তা কতটুকু সত্য বা যুক্তিযুক্ত অথবা সামঞ্জস্যাপূর্ণ?

বাংলায় প্রকাশিত তিন খণ্ডের ১ম খণ্ড ৬৩৮ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ড ৭২০ পৃষ্ঠা এবং তৃতীয় খণ্ড ৬৪৬ পৃষ্ঠা মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০৪। এক একটি পৃষ্ঠায় একাধিক মাসআলাহ্‌ বর্ণিত।

প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা বা প্রকাশক বা পরিচালকের কথাগুলো ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার তৃতীয় খণ্ডের কেবল ভূমিকায় যা বলা হয়েছে তার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো :

'বস্তুত ফিক্‌হ হচ্ছে হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য রেখা এবং 'আমালের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণের এক সঠিক মানদণ্ড।'

"মহান আল্লাহ তা'আলা দানবীর, রণকুশলী, মহাবীর, অপরাজিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাতিলের আতংক, আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন, গভীরজ্ঞানের অধিকারী, মহাপণ্ডিত, আল্লাহ ভীতি, পরগেজগারী ও দুনিয়া বিমুখ তার মূর্তপ্রতীক, আমিরুল মুমিনীন, রঈসুল মুসলিমীন, ইমামুল মুজাহিদীন, মহান রাষ্ট্রনায়ক আবুল মুজাফফর মুহীউদ্দীন বাহাদুর ওরফে বাদশাহ্‌ আওরংযেব আলমগীর গাজীর মাধ্যমে এ উম্মাতের প্রতি অনুগ্রহ করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ আলমগীর (রহ্‌:)-এর হৃদয়ে এমন একটি বিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব সংকলনের বিষয় ইলহাম করেন যাতে এমন দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা করা হবে না যা হবে বিরক্তিকর। বরং এতে থাকবে সহীহ বর্ণনাসমূহ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিমালা।"

'এতদুদ্দেশ্যে বাদশাহ আলমগীর (রহ্:) এ বিষয়ে বুৎপুত্তি সম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করেন এবং সংগ্রহ করেন এ বিষয়ে লিখিত বড় বড় গ্রন্থসমূহ।' বাদশাহর নির্দেশে উলামায়ে কিরাম ফিকাহ্শাস্ত্রের খাযানা থেকে মণিমুক্তা ও মোতিসমূহ কুড়িয়ে একত্রিত করতে এবং বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ জমা করতে আরম্ভ করলেন আর এমনভাবে মাসআলাসমূহ সংকলন করলেন যে, কোন কাজটা শুদ্ধ ও কোনটি অশুদ্ধ, কোনটি সওয়াবের কাজ ও কোনটি পাপের কাজ তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দিলেন এবং সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে গ্রন্থিত করলেন ফিকাহ্ এর ছড়ানো মাসআলাগুলোকে।

ভূমিকার বক্তব্যের সাথে উল্লেখিত মাসআলাগুলো কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আল কুরআন এবং হাদীসের কোন হাওলা ছাড়া কিতাবের শুদ্ধ/অশুদ্ধ কিভাবে নির্ণীত হলো? যা হোক বিজ্ঞ পাঠকের উপরই রইল মাসআলাগুলোর মানা বা না মানার যৌক্তিকতা। হে আল্লাহ! তুমিই হিদায়াতের মালিক। তোমার নাবী ﷺ-এর হিদায়াতই সঠিক হিদায়াত। এরই উপর জীবন ন্যস্ত করার তাওফীক দাও।

পরিশেষে নিম্নের আসমানী চিরন্তন নির্দেশগুলো যদি হুবহু মানা যেত তবে এমন অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তিকর ফাতওয়াগুলোর সর্বনাশা ছোবল থেকে সমাজ নিরাপদ থাকত।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহানাবী ﷺ-এর আদেশ-নিষেধ, তার যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা এক কথায় তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী ও গোটা কর্মময় জীবন মিল্লাতে মুসলিমের জন্য অপরিহার্য এক মহান আদর্শ। রাসূল প্রেরণের মূলে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ছিল যে, উম্মাত তাঁকে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করে চলবে। তাঁর প্রদত্ত বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন করার সাথে সাথে তাঁর বাস্তব জীবন ধারাকেও অনুসরণ করে চলবে। যেমন- বলা হয়েছে :

"আমি রাসূল পাঠিয়েছি একমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে, তাকে মেনে চলা হবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা : ৬৪)। এ আয়াতে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অপর আয়াতে বলা হয়েছে :

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তাঁদের আদেশ শ্রবণের পর তা অমান্য করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না। তাদের মতো হয়ো না যারা বলে, আমরা শুনেছি, কিন্তু কার্যত তারা শোনে না"। এতে রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দান করা হয়েছে। সে সাথে রাসূল ﷺ-এর প্রতিও আনুগত্য ও অনুসরণের আদেশ স্পষ্ট। প্রথমে অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহর আনুগত্য

করার আদেশ দান করা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। অন্যত্র বলা হয়েছে : **"বলো (হে নাবী)! তোমরা যদি মহান আল্লাহকে ভালবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করে চলো। তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গুনাহ মার্জনাকারী, দয়াশীল"–** (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান : ৩১)।

মহান আল্লাহকে ভালবাসার অনিবার্য দাবী ও বাস্তব শর্ত হচ্ছে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করে চলা। আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর নিকট হতে গুনাহর মার্জনা লাভের একমাত্র পথ ও উপায় হচ্ছে রাসূল ﷺ–এর অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ না করলে আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর নিকট থেকে গুনাহের মার্জনা লাভ সম্ভব নয়। এমনকি এছাড়া মানুষ ঈমানদার হতে পারে না, মুসলিমও থাকতে পারে না; বরং কাফির হয়ে যায়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

"বলো (হে নাবী)! তোমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলো; যদি তা না করো তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ভালবাসেন না।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান : ৩২)

এ আয়াতেও আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে মহান আল্লাহর এবং পরে কিংবা সাথে সাথেই রাসূল ﷺ-কে পৃথক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ফলে কেবল আল্লাহর আনুগত্য করলেই যথেষ্ট হবে না, রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে।

আল্লাহর আনুগত্য না করলে মানুষ যেমন কাফির হয়ে যায়, রাসূলের আনুগত্য না করলে তেমনি কাফির হয়ে যায়। আয়াতের শেষাংশে এ কথা স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ কাফিরদেরকে মহান আল্লাহ বিন্দুমাত্র ভালবাসেন না।

রাসূল ﷺ-এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, উপদেশ এবং তাঁর ঘোষিত হালাল ও হারামকে বিশ্বাস করা এবং মেনে চলা মুসলিম মাত্রেই কর্তব্য। তাঁর এ সমস্ত কাজের বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে।

মহানাবী ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী করে পাঠিয়েছেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে :

"তোমার প্রতিপালক (রব)-এর শপথ, লোকেরা কিছুতেই মু'মিন হতে পারবে না, যদি না তারা (হে নাবী!) আপনাকে তাদের পারস্পারিক যাবতীয়

ব্যাপারে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী স্বীকার করে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা : ৬৫)। আপনার ফায়সালা সম্পর্কে মনে প্রশান্তি বোধ করে এবং তা সর্বান্তঃকরণে মেনে না নেয়।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহানাবী ﷺ-এর আনুগত্য করাও প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলদের আনুগত্য কর। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।

এ আয়াতে তিন প্রকার আনুগত্য করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমত মহান আল্লাহ্র আনুগত্য, দ্বিতীয়ত রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য এবং তৃতীয়ত মুসলিম দায়িত্বশীল লোকদের আনুগত্য।

আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় দু'দু'বার 'আনুগত্য করো' বলার কারণে উভয় আনুগত্যই মৌলিক ও স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্দেশ অনুসারে কুরআন মেনে চললেই কার্যত আল্লাহ্র আনুগত্য হতে পারে। কিন্তু 'আনুগত্য করো রাসূলের' এ আদেশ কার্যকর করার কি পথ?

এ জন্য হাদীসকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পক্ষান্তরে, পারস্পারিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য মহান আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে।

মহানাবী ﷺ-কে অমান্য করা হলে কতখানি অপরাধ হতে পারে, এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পর পরামর্শে মিলিত হও তখন গুনাহের কাজ, সীমালংঘনমূলক কাজ ও রাসূলের নাফরমানী করার বিষয়ে পরামর্শ করো না; বরং পরামর্শ করো নেক কাজ ও আল্লাহ্র ভীতিমূলক কাজ সম্পর্কে। আল্লাহ্কে ভয় করে চলো, যার নিকট তোমাদের সকলকেই একত্রিত করা হবে।"

এ আয়াতে রাসূল ﷺ-কে অমান্য করতে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একদিকে পাপ, সীমালংঘন ও রাসূলের নাফরমানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অপরদিকে উল্লেখ করা হয়েছে নেকী ও আল্লাহ্ ভীতিমূলক কাজের। এর অর্থ এই যে, রাসূল ﷺ-এর অবাধ্যতা ও নাফরমানী করলে যেমন গুনাহ্ ও সীমালংঘন করা হয়, অনুরূপভাবে সকল কল্যাণ, নেকী ও আল্লাহ্ ভীতি হতেও বঞ্চিত হতে হয়। আয়াতের শেষাংশে পরকালের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-কে অমান্য করলে ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে

হবে। মহানাবী ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুসরণ মুসলিম জীবনের এক চিরন্তন কর্তব্য। ইরশাদ হয়েছে :

"অতএব তোমরা মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর 'উম্মী নাবীর প্রতি ঈমান আনো। যে নাবী নিজে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করে চলো"– (সূরাহ্ আল আরাফ : ১৫৭)। অপর আয়াতে বলা হয়েছে :

রাসূল ﷺ তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা তোমরা পূর্ণরূপে গ্রহণ করো। আর যা কিছু থেকে নিষেধ করেন, তোমরা তা হতে বিরত থাকো। (আর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে) মহান আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরাহ্ আল হাশ্‌র : ৭)

রাসূল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধকে অমান্য করলে বা এর বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তি দান করবেন। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে :

"রাসূল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধের যারা বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিৎ যে, তাদের ওপর কোন বিপদ-মুসীবাত আসতে পারে অথবা কোন পীড়াদায়ক আযাবে তারা নিপতিত হতে পারে।"

মহানাবী ﷺ-এর আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাস্তব জীবনে তাঁকে অনুসরণের ওপরই মানুষের হিদায়াত ও কল্যাণ নির্ভরশীল। যেমন- ঘোষণা করা হয়েছে :

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾

"তোমরা মহানবী ﷺ এর আনুগত্য ও অনুসরণ করলেই হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।" (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৫৪)

আবারও বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যও নির্ভর করে রাসূলের আনুগত্যের ওপর। অন্য কথায়, তাঁর ﷺ আনুগত্য না করলে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা সম্ভব নয়। এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে নিচের আয়াতে :

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" (সূরাহ্ আন্ নিসা : ৮০)

উপরের ঐ সব আয়াতের মাধ্যমে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহানাবী ﷺ-এর কথা ও কাজকে পুরোপুরি মেনে নেয়া এবং তা যথাযথরূপে পালন করা। এক কথায় তাঁর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও অনুসরণ করা

মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য। আর তাঁর ﷺ যাবতীয় কথা ও কাজের বিবরণ যেহেতু হাদীসের মাধ্যমে জানা যেতে পারে, এ জন্যই দীন-ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"কোন বিষয়ে মহান আল্লাহ্ ও রাসূলের ফায়সালা এবং নির্দেশ আসার পর তা মানা না মানার ব্যাপারে মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কোন ইখতিয়ারই থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যায়।" (সূরাহ্ আল আহ্যা-ব : ৩৬)

ঐতিহাসিক ইবনু খলদূন (৭৩২-৮০৮ হিযরী) তার প্রখ্যাত গ্রন্থ **"কিতাব আল ইবার ওয়া দিউয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী আইয়্যাম আল আরব, আজম ওয়াল বারবার অমান আসরাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবর"**-এর ভূমিকা বা মুকাদ্দিমায় বলেন : বিদ্বাণগণের ফিকাহ্ শাস্ত্র দু' ধারায় প্রবাহিত। একটি হলো আহলে রায় বা আহলে ক্বিয়াসগুলোর পন্থা। ইরাকের অধিবাসীরা এ পথের অনুসারী। ফিকাহ্ শাস্ত্রের দ্বিতীয় ধারা হলো আহলে হাদীসগণের পন্থা। হিজাজ বা মাক্কা-মাদীনার অধিবাসীরা এ পথের অনুসারী। ইরাকীদের নিকট রাসূলুল্লাহর হাদীস অল্পই ছিল তাই তাদের মধ্যে ক্বিয়াস বা রায় এর আধিক্য বেশী এবং এ পথের অগ্রণী ছিলেন ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)।(পৃ: ২৪)

ভারতের মুহাদ্দিস কূল শিরোমনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ্:) বলেন– আহলে রায়দের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস ও সাহাবাগণের উক্তি প্রচুর মওজুদ ছিল না বলে আহলে হাদীসগণের পরিগৃহীত নীতি অনুযায়ী মাসআলাহ্ প্রতিপাদন করা সম্ভব হয়নি। **(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১৫৭ পৃ:)**

উস্তায আবূল মনসুর 'আবদুল কাহির বাগদাদী (মৃ: ৪২০ হিযরী) বলেন– মত বাদের দিক দিয়ে ইমাম আবূ হানিফার নীতি দু'টি মাসআলাহ্ ব্যতীত সকল বিষয়েই আহলে হাদীসগণের অনুরূপ– **(উসূলেদ্বীন- ১ম খণ্ড, ৩১২ পৃ:)**। এ দু'টি বিষয় ইর্জা ও ঈমান সম্পর্কিত।

শাইখ 'আবদুল ওয়াহাহাব শা'রানী তার মীযানুল কুবরা কিতাবের (১) ৫৬ পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ হানিফার অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন : "তোমরা যদি আমার কোন উক্তি প্রকাশ্য কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূলে দেখতে পাও তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ পালন করিও এবং আমার উক্তি প্রাচীরের উপর ছুড়ে মারিও।"

ফাতওয়ায়ে শামী নামক গ্রন্থে ইমাম সাহেবের উক্তি– "সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সেটি অনুসরণই আমার মাযহাব।"

ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনার কোন সিদ্ধান্ত রাসূলের নির্দেশের বিপরীত হলে কি করা হবে? ইমাম সাহেব বললেন আমার উক্তি ফেলে দিও। আপনার উক্তি সাহাবার সিদ্ধান্তের বিপরীত হলে কি করা হবে? সাহাবার উক্তির প্রতিকূলে আমার উক্তি প্রত্যাখ্যান করো। ইকদুলজীদ ৫৪ পৃষ্ঠা। শাইখ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী তার বিখ্যাত গ্রন্থ ফতুহাতে মক্কীয়াতে ইমাম সাহেবের নিম্নের উক্তি সনদ সহকারে বলেন : সাবধান আল্লাহর দ্বীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করে কথা বলো না। সকল অবস্থাতে সুন্নাতের অনুসরণ করিও। যে ব্যক্তি সুন্নাতের নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে সে বিপথগামী।

ইমাম সাহেব আরো বলেন : বিদ্বানগণের ব্যক্তিগত অভিমত বা রায় অথবা ক্বিয়াসের তুলনায় যয়ীফ হাদীসও আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

(আল্লামা ইবনু আবেদীনের ইকদুল জওয়াহির গ্রন্থ)

ইমাম সাহেব বলেন : "এরূপ অনেক কিয়াস আছে যেগুলোর তুলনায় মাসজিদে প্রস্রাব করাও ভাল।" **(মনাকিব- [১] ৯১ পৃঃ)**

তাহলে একথা স্পষ্ট যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের নিকট কোন বিদ্বান ব্যক্তির উক্তি মূল্যহীন। আবার এক বিপদ সমাজে খুটি গেড়ে বসেছে, তা হলো ইমামের নামে বহুকথা বলা যা ইমাম সাহেব আদৌ বলেননি। অথবা সনদ বা সূত্র ব্যতীত ইমাম সাহেবের কথা বলা। যেমন হিদায়া গ্রন্থের কোন সনদ উল্লেখ নেই। অথচ ইমাম আবূ হানিফার উক্তি বলে ঢালাওভাবে বলা হয়েছে। এটা ধর্মের জন্য কত ক্ষতিকর তা সুধীজন মাত্রেই বুঝতে সক্ষম। ইমাম আবূ হানিফার (রহ্ঃ) শ্রেষ্ঠ ছাত্র কাজী আবূ ইউসুফ স্বীয় উস্তাদের উক্তি এভাবে পেশ করেছেন– আমাদের সিদ্ধান্তের সূত্র অর্থাৎ- আমরা কোন দলীলসূত্রে সিদ্ধান্ত করেছি এটা অবগত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফাতওয়া প্রদান কারো পক্ষে বৈধ নয়। **(বুসতানে আবূল লায়েস সমরকন্দী- পৃঃ ৮)**

যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত নয় তার পক্ষে আমার উক্তি সূত্রে ফাতওয়া প্রদান সঙ্গত নয়। **(ইকদুলজিদ- ৮০ পৃঃ)**

শুধু তাই নয় ইমাম সাহেব যখন কোন ফাতওয়া প্রদান করতেন তখন এটা বলে দিতেন : এটা নূমান বিন সাবিতের সিদ্ধান্ত। আমাদের ক্ষমতানুসারে এটাই সর্বোৎকৃষ্ঠ উক্তি। কিন্তু যদি এর অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত কেউ দিতে পারে তাহলে সেটাই সঠিক। **(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা- ১৬২ পৃঃ)**

তাহলে মহামতি ইমাম নিজেকে কখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক হিসাবে বর্ণনা করেননি বরং তিনি প্রকৃত ইলম অন্বেষনের দরজা অত্যন্ত সম্মানের সাথে উন্মুক্ত রেখেছেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বর্তমান হানাফী মাযহাবে

অসুসরণীয় বহু মাসআলাহ্ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের (রহ্:) যা মহামতি ইমামের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে।

এ পুস্তকে দেখুন হিদায়া কিতাব ও ফাতওয়ায়ে আলমগীর কিতাবে লিখিতমাত্র কিছু মাস'আলা বা ফাতওয়া প্রদত্ত হলো যা কুরআন ও হাদীস তো দূরের কথা মহামতি ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) ও যে ঐ ধরনের ফাতওয়া দিতে পারেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ তারই নামে সনদবিহীনভাবে বলা হলো যা কেউ মানেন না। তাহলে ঐ কিতাব কিভাবে মাযহারের প্রামান্য নির্ভরযোগ্য হতে পারে? এত উলামায়ে কিরাম ও মুফতি সাহেবান থাকা সত্ত্বেও কেউ কি এর প্রতিবাদ করেন? যা মানা যায় না তার প্রতিবাদ করতে বাধা কোথায়? এ ধরনের মাসআলাহ্ মাযহাবের নামে যুগ যুগ ধরে চলে আসলেও কি এর বৈধতা মাযহাবী ভাইয়েরা 'আমাল করে বা মেনে চলেছেন? ভেবে দেখুন তো? সম্মানিত পাঠকবৃন্দ মেহেরবাণী করে বিষয়টি চিন্তা করুন কিসের উপর ভিত্তি করে কিভাবে অন্ধ অনুকরণ চলছে? আল্লাহ্ সকলকে সুবুদ্ধি দান করুন আর আসমানী বিধানের উপর জীবনকে ন্যস্ত করার তাওফীক্ব দিন। –আমীন ॥

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

হে আল্লাহ্! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি। অতঃপর সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বূদ নেই। তোমার নিকট তাওবাহ্ করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

প্রাপ্তিস্থানসমূহ

১. **সালাফী পাবলিকেশন্স**
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, দোকান নং- ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

২. **হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী**
৩৮ নং নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা-১১০০। (পুরাতন)
৬৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, বংশাল, ঢাকা-১১০০। (নতুন)
ফোন : ৭১১৪২৩৮, মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩
E-mail: www.hussainalmadani.com

৩. **আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী**
৯০, হাজী 'আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১২-৮৮৯৯৮০, ০১৭২৬-৬৪৪০৬৭

৪. **আহলে হাদীস লাইব্রেরী**
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০২-৭১৬৫১৬৬, মোবাইল : ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

৫. **দারুস সালাম পাবলিকেশন্স**
৩০, মালিটোলা রোড (৫ম তলা), বংশাল, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০২-৯৫৫৩৮, মোবাইল : ০১৭১৫-২০০৬৩৯

৬. **জায়েদ লাইব্রেরী**
১১, ১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১১৯৮-১৮০৬১৫

৭. **তাওহীদ পাবলিকেশন্স**
৯০, হাজী 'আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০২-৭১১২৭৬২, মোবাইল : ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

৮. **লেখকের নিজস্ব ঠিকানা**
আড়ংঘাটা, দৌলতপুর, খুলনা। মোবাইল : ০১৭১৪-৪৪২০৫৮

৯. **খুলনা সিটি আহলে হাদীস মাসজিদ**
৬৯, খানজাহান 'আলী রোড, খুলনা।

১০. **আল-মাহাদ আস্ সালাফী**
নিজ খামার, খুলনা। মোবাইল : ০১৫৫৩-৪২৫২১৯

১১. **এ. হাসিব পুস্তকালয়**
সুজাপুর, মালদা। মোবাইল : ৯৭৩৩০২৪৬২৫

বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রাহীম

সালাফি পাবলিকেশন্স

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান কিতাবসমূহ সংগ্রহ করুন।

আমাদের প্রকাশীত ও পরিবেশিত কিতাবের তালিকা

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক-এর নাম
১	সহীহ্ হাদীসের আলোকে নেক 'আমাল	শায়খ নূরুল আলম
২	সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ তাফসীর	হাফেয মোঃ আনিসুর রহমান (রহঃ)
৩	মাযহাব ও তাকলীদ	কামাল আহমেদ
৪	ঈদের সলাত বারো তাকবীর প্রমাণ ও ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ	ঐ
৫	ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান ও এ সম্পর্কীত বিতর্ক নিরসন	ঐ
৬	কুরআন ও হাদীসের আলোকে লা'নাত প্রাপ্ত যারা	ঐ
৭	ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা	ঐ
৮	ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পাঠ ও পদ্ধতি ॥ প্রসঙ্গ সাকতা (বড়)	ঐ
৯	কাবীরাহ গুনাহগার মু'মিন কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?	ঐ
১০	হুকুম বি-গয়রি মা-আনঝালালাহ্	ঐ
১১	হাদীস কেন মানতে হবে?	ঐ
১২	আমাদের নাম কি কেবলই মুসলিম?	ঐ
১৩	আমীর, জামা'আত ও জাহেলী মৃত্যু	ঐ
১৪	এক হাতে মুসাফাহ	ঐ
১৫	বিশ্বনাবী ﷺ-এর দা'ওয়াত ও তাবলীগের সঠিক পদ্ধতি	হাফেয মুহাম্মাদ 'আবদুস সামাদ মাদানী
১৬	হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও দু'আ গাইড	ঐ
১৭	সহীহ্ ইসলামী মোহাম্মাদী কায়দা	ঐ
১৮	তাওহীদের মাসায়েল	ইকবাল কীলানী
১৯	তাহারাতের মাসায়েল	ঐ
২০	জান্নাতের বর্ণনা	ঐ
২১	জাহান্নামের বর্ণনা	ঐ
২২	কবরের বর্ণনা	ঐ
২৩	সহীহ্ হাদীস মতে বিশ্বনাবীর নামায ও দু'আ	মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান নাদভী
২৪	বিশ্বনাবীর বিপ্লবী জীবনী ইন্‌কিলাব	ঐ
২৫	মানবতার সন্ধানে বিশ্বনাবী ﷺ	ঐ
২৬	বিশ্ব নিয়ন্তার অবদান মাহে মুবারাক রামাযান	ঐ
২৭	আল কুরআনের বিপ্লবী অবদান	ঐ
২৮	বিপ্লবী সাহাবী সালিম ও সালমান	ঐ
২৯	বিশ্বনাবীর জাগ্রতাবস্থায় মি'রাজ	ঐ
৩০	হাদীসের মর্মান্তিক ঘটনাবলী	ঐ
৩১	তারুণ্যের চাওয়া পাওয়া	প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
৩২	কতই না মধুর মিলন এ হাজ্জ	ঐ
৩৩	চলার পথে দাবী	ঐ
৩৪	বন্দী সমাজ মুক্তি চায়	ঐ
৩৫	ওয়াহীর আলোকে রূহ-নাফস-কলব	ঐ
৩৬	হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য ও মৌলিক কিতাবের ফাতওয়া হানাফী ভাইয়েরা মানেন কি?	ঐ

৩৭	রাষ্ট্রচিন্তা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সুরাতেহাল	ঐ
৩৮	কার না জানতে ইচ্ছা করে	ঐ
৩৯	নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় নারী	প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
৪০	জীবন পরীক্ষা অতঃপর জান্নাত বা জাহান্নাম	ঐ
৪১	সত্যচির অম্লান [২য় সংস্করণ]	ঐ
৪২	কিছুক্ষণ : অথচ [২য় সংস্করণ]	ঐ
৪৩	অসীম স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি	ঐ
৪৪	বানী আদাম কি ইবলিসের রোবট না আল্লাহর সাজদাকারী বান্দা?	ঐ
৪৫	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	ঐ
৪৬	হাক্বের মানদণ্ড কি? সত্য গ্রহণে বাধা কী কী?	ঐ
৪৭	সঠিক ইতিহাস সত্য কথা বলে	ঐ
৪৮	ইকরা : ইরশাদ : ইত্তেবা	ঐ
৪৯	সোবহে সাদিকের আর কত দেরী?	ঐ
৫০	আপনি জানতে চান প্রকৃত ওলী-আওলিয়া কে?	ঐ
৫১	শী'আ কারা? [২য় সংস্করণ]	ঐ
৫২	কাদিয়ানী কারা? [২য় সংস্করণ]	ঐ
৫৩	ভেবে দেখবেন কি? [৫ম সংস্করণ]	ঐ
৫৪	বিদ'আত : ভয়াবহ [২য় সংস্করণ]	ঐ
৫৫	স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস [৬ষ্ঠ সংস্করণ]	ঐ
৫৬	উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস	ঐ
৫৭	বিজয় দিবস : চেতনা ও প্রত্যাশায়	ঐ
৫৮	দু'আ ও মুনাজাত	মোহাম্মাদ ইমাম হুসাইন কামরুল
৫৯	ইসলামের মৌলিক শিক্ষা	ঐ
৬০	অমূল্য বাণীর সমাহার	ঐ
৬১	জান্নাতী ও জাহান্নামী কারা	মাওলানা 'আবদুর রহমান
৬২	মন দিয়ে নামায পড়ার উপায়	ঐ
৬৩	কাদের রোযা কবুল হয়	ঐ
৬৪	ভাল ছাত্র হওয়ার উপায়	ঐ
৬৫	কোন্ কাজে সওয়াব হয় এবং কোন্ কাজে গুনাহ হয়	ঐ
৬৬	মু'মিনের 'আমাল ও চরিত্র যেমন হওয়া উচিত	ঐ
৬৭	গীবত থেকে বাঁচার উপায় ও তাওবাহ্ করার পদ্ধতি	ঐ
৬৮	কুরআন সম্পর্কে কুরআন কী বলে	ঐ
৬৯	আপনি কিভাবে নামায পড়বেন?	আবূ 'আবদুল্লাহ মোঃ কামরুল হাসান
৭০	য'ঈফ রিয়াদুস সলিহীন	ঐ
৭১	মৃত্যুই শেষ নয় !	হাফেয মাসুম
৭২	সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ (১ম খণ্ড)	আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)
৭৩	সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ (২য় খণ্ড)	ঐ
৭৪	আদাবুয যিফাক বা বাসর রাতের আদর্শ	ঐ
৭৫	সংক্ষেপিত আহ্কামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম-কানুন	ঐ
৭৬	ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন?	আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)
৭৭	কুবর ও মাযারের মাসজিদে কেন সলাত বৈধ হবে না?	ঐ
৭৮	কুরআন হাদীসের নিরিখে মুসলিম নারীর পর্দা	ঐ
৭৯	আল-মাদানী সহীহ ও য'ঈফ সুনান ইবনু মাজাহ্ (১-৩ খণ্ড)	ঐ
৮০	সহীহ ও য'ঈফ সুনান আবূ দাউদ (১-৫ খণ্ড)	ঐ

৮১	যাদুল মা'আদ	হাফেয ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)
৮২	রাসূল ﷺ-এর ঘরে ১ দিন	'আবদুল মালিক আল-কাসেম
৮৩	আদাবুয যিফাফ বা বাসর রাতের আদর্শ	ঐ
৮৪	রাসূল ﷺ-এর নামায বনাম নামাযে প্রচলিত ভুল	হাফেয মুফতি মোবারক সালমান
৮৫	হিসনুল মুসলিম	সা'ঈদ ইবনু 'আলী আল-কাহতানী
৮৬	কুরআন ও বর্তমান মুসলমান	এ. কে. এম. ওয়াহিদুজ্জামান
৮৭	জুযউল কিরাআত	ইমাম বুখারী (রহঃ)
৮৮	জুযউ রফ'ইল ইয়াদাঈন	ঐ
৮৯	নাবী ﷺ-এর সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি	শাইখ 'আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ)
৯০	মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌঁছে কি?	মুহাম্মাদ আহমাদ
৯১	মিফতাহুল জান্নাহ বা জান্নাতের চাবী	আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)
৯২	সলাতে নারীর পোষাক ও পর্দা	শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ)
৯৩	চার মাযহাবের অন্তরালে	খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান
৯৪	তাকবীরাতুল ঈদাঈন বা ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা	ঐ
৯৫	আপনি জানেন কি? প্রচলিত সলাত এবং রাসূল ﷺ-এর সলাতে পার্থক্য কতটুকু?	ঐ
৯৬	আপনি জানেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ কত তাকবীরে ঈদের সলাত পড়তেন?	ঐ
৯৭	"অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।"	ঐ
৯৮	সহীহ হাদীসের আলোকে নফল সলাত	ঐ
৯৯	সহীহ্ হাদীসের মানদণ্ডে রাতের সলাত (তারাবীহ্-তাহাজ্জুদ ও বিতর)	ঐ
১০০	জামা'আতে সলাত ত্যাগকারীর পরিণতি	ঐ
১০১	চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হাক্ব	ঐ
১০২	ঈদে মীলাদুন্নাবী পরিচয় উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
১০৩	আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে মি'রাজ করণীয় ও বর্জনীয়	ঐ
১০৪	সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও চার ইমামের অবস্থান	ঐ
১০৫	ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সলাত ও দু'আ শিক্ষা	ঐ
১০৬	রফউল ইয়াদাইন রাসূল ﷺ-এর জীবন্ত সুন্নাত	মাওলা আবদুস সাত্তার কালাবগী
১০৭	ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়ার দলীল আকাশের নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল	ঐ
১০৮	নামাযে হাত বুকের উপর বাঁধা সুন্নাত	ঐ
১০৯	সহীহ্ হাদীসের আলোকে তারাবীহ নামায ৮ রাক'আত	ঐ
১১০	সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিশ্বনাবী ﷺ-এর নামায	ঐ
১১১	জুমু'আর দিন মাসজিদে আযান দু'টি হবে না একটি?	ঐ
১১২	নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে	ঐ
১১৩	রুকু পেলে রাকাত হবে না	ঐ
১১৪	ইলিয়াসী তাবলীগ ও দীনে ইসলামের তাবলীগ	শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী
১১৫	দ্বীন ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ	মুফতী মোহাম্মদ রউফ
১১৬	যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি	মুযাফফর বিন মুহসিন
১১৭	মতবাদ ও সমাধান	আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন
১১৮	আমার নামায কি শুদ্ধ হচ্ছে !	আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১১৯	আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান	মুহাম্মাদ ইবনু জামিল যাইনু
১২০	ইসলামী 'আক্বীদাহ্	ঐ
১২১	মিনহাজুল মুসলিম (আদব অধ্যায়)	আল্লামা আবূ বাক্কার জাবির আল-জাযায়েরী

১২২	মিনহাজুল মুসলিম (আখলাক অধ্যায়)	ঐ
১২৩	তাকভিয়াতুল ঈমান	আল্লামা শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদ (রহঃ)
১২৪	য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ (১-৩ খণ্ড)	মোহাম্মাদ আকমাল হুসাইন
১২৫	সহীহ্ হাদীসের দুশমন	জহুর বিন 'উসমান
১২৬	তাওহীদের কিশতী	ড. মুহাম্মাদ বিন আঃ রহমান আল-উরাইফী
১২৭	তাবলীগ জামাত ও তাবলীগে দ্বীন	অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল গণি এম. এ.
১২৮	মীলাদ, শবে বরাত ও মীলাদুন্নাবী কেন বিদ'আত?	হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব
১২৯	পীর, ফকীর ও কুবর পূজা কেন হারাম?	ঐ
১৩০	তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত	ঐ
১৩১	গীবাত, চোগলখোরী, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী..... সাবধান	ঐ
১৩২	আহলে হাদীসের পরিচয় ও ইতিহাস এবং মাযহাব..... (সং:)	ঐ
১৩৩	খুৎবাতুল ইসলাম	ডঃ খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
১৩৪	এহইয়াউস-সুনান	ঐ
১৩৫	হাদীসের নামে জালিয়াতি	ঐ
১৩৬	পোশাক পর্দা ও দেহ-সজ্জা	ঐ
১৩৭	ইসলামী 'আক্বীদাহ্	ঐ
১৩৮	শবে বরাত	ঐ
১৩৯	রাহে বেলায়েত	ঐ
১৪০	পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ	আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৪১	তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দিগণ	ঐ
১৪২	মাযহাবীদের গুপ্তধন	মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
১৪৩	যাদের 'ইবাদাত কবুল হয় না	আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
১৪৪	ফাযায়েলে 'আমাল	ঐ
১৪৫	দাজ্জাল	ঐ
১৪৬	ফিকহ্ মুহাম্মদী	মুহাম্মাদ শামাউন 'আলী
১৪৭	সঠিক 'আক্বীদাহ্ ও বিদ'আতী 'আমালের পরিচয় (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)	ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহমাদ
১৪৮	'আক্বীদার মানদণ্ডে তাবিজ	'আলী বিন নুফায়ী আল-উলাইয়ানী
১৪৯	ইসলাম ও পীরতন্ত্র	ঐ
১৫০	কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে তুচ্ছ মনে করে	এম. আবু আকীব
১৫১	তাফসীর ইবনু 'আব্বাস	ইবনু 'আব্বাস

أعجب الفتاوى في العالمكيرى

بروفيسر شمس الرحمن

سلفي ببليكشنس، بنغلا بزار، داكا